LIFE OF FRANKLIN

IN

BENGALI

BY

PRASANNA CHANDRA ROY

SECOND EDITION.

ফ্রাঙ্কলিন চরিত।

শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র রায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA

THE NEW SANSKRIT PRESS

1870
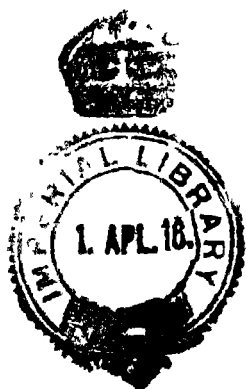
Printed by Hari mohan Mookerjea 12, Fukeer Chand Mitter's Street Calcutta ,

বিজ্ঞাপন।

ফ্রাঙ্কলিনচরিত নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কিয়দংশ ফ্রাঙ্কলিনের স্বহস্ত লিখিত স্বয় জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে অবশিষ্টাংশ অপর গ্রন্থ হইতে সংকলিত। এই স্বল্পকায় পুস্তক দ্বারা পাঠকবর্গের যৎকিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলেও সমুদায় শ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার পাইলাম মনে করিয়া পরিতৃপ্ত হইব।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র রায়।

কলিকাতা

সন ১২৭২

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ফ্রাঙ্কলিনচরিত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। প্রথমবারে যে যে স্থানে ভুল হইয়াছিল তাহা যত্ন পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রথমবারের ন্যায় সমাদর লাভ করিলে আপনাকে সফলযত্ন মনে করিব। ইতি

ফাল্গুন ১২৭৬।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র রায়।

ফ্রাঙ্কলিন চরিত।

আমরা যে মহানুভবের চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তিনি অতি দীনহীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় প্রভাবে, ধন, মান, বিদ্যা, খ্যাতি, সকলই লাভ করিয়া ছিলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৭০৬ খৃঃঅব্দের জানুয়ারি মাসের সপ্তদশ দিবসে, আমেরিকার নিউ ইংলণ্ড প্রদেশের বোষ্টন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের নর্থাম্‌টন্‌সায়রস্থ আক্‌টন নগর তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নিবাস ভূমি। তাঁহার পিতা জোসিয়া ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্‌লসের রাজ্যাধিকার কালীন প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিসম্বাদী ছিলেন; অতএব নির্ব্বিবাদে আপন বিশ্বাসানুরূপ ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবেন বলিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকায় প্রয়াণ করেন। তথায় সাতটি সন্তান রাখিয়া প্রথমপত্নী লোকান্তর গমন করিলে পর জোসিয়া এবাইয়া ফল্‌জার নাম্নী কামিনীর পাণি-গ্রহণ করেন। এই রমণীর গর্ভে তাঁহার দশটি

সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে ফ্রাঙ্কলিন সর্ব্ব কনিষ্ঠ কেবল দুইটি দুহিতার বড়।

জোসিয়া অন্যান্য পুত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় শিখিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মালয়ে নিয়োজিত করেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনকে যাজকতা কার্য্যোপযোগী করিবার মানসে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার প্রাথমিক শিক্ষাদায়িনী পাঠশালা বিশেষে প্রেরণ করেন। অতি শৈশবকাল হইতেই পড়া শুনা করিতে তাঁহার ঔৎসুক্য দেখিয়া এবং তিনি সুপণ্ডিত হইতে পারিতেন এই কথা বন্ধুবর্গের মুখে শুনিয়া তাঁহাকে সংকল্পিত শিক্ষা প্রদান করিতে আরও উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন এই বিদ্যালয়ে এক বৎসরের অপেক্ষাও অল্পকাল ছিলেন, তথাপি এই স্বল্পকাল মধ্যে দুই শ্রেণীর পাঠ সমাপন করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা বহুপরিবার-ভার গ্রস্ত হওয়াতে অক্লেশে কালেজে পড়াইতে অসমর্থ ছিলেন, বিশেষতঃ কতিপয় সুশিক্ষিত যাজকের দুরবস্থা দেখিয়া প্রথম সংকল্পে ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহাকে সে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া পাটীগণিত শিক্ষা ও হস্তাক্ষরের পারিপাট্য সাধ-

নার্থ ব্রাউনওএল্ নামক সুনিপুণ শিক্ষক প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। এখানে তাঁহার হস্তাক্ষর উত্তম হইল বটে কিন্তু অঙ্কে কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি জন্মিল না। দশমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতার সাবান ও বর্ত্তিকা প্রস্তুতকরণ ব্যবসায়ে সাহায্য করণার্থ গৃহীত হইলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় তিনি ভাল বাসিতেন না।

নাবিকতা কার্য্যে ফ্রাঙ্কলিনের সাতিশয় অনুরাগ ছিল, কিন্তু পিতার অনভিমতে সমুদ্রযাত্রা করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহাদিগের সমুদ্রতীরে বাস থাকা সুযোগে অভিলষিত ব্যবসায় আপনা হইতেই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই সন্তরণে ও নৌকাবাহনে বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিলেন। অন্যান্য বালকের সঙ্গে নৌকারোহণ করিলে নৌকা চালনের ভার প্রায় তাঁহারই প্রতি অর্পিত হইত, বিশেষতঃ কোন বিপদে পড়িলে তিনিই কর্ণ ধারণ করিতেন।

অতি অল্পবয়স হইতেই ফ্রাঙ্কলিনের সাধারণ সম্পর্কীয় ব্যাপারে উদ্যোগিতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রাঙ্কলিন বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে জোয়ারের সময় এক জলা ভূমিতে দাঁড়াইয়া মৎস্য ধরিতেন। তাঁহাদিগের বারংবার গতায়াত দ্বারা সেই ভূমিখণ্ড

কর্দ্দমময হইয়া পড়িয়াছিল। অতএন, তথায় একটি ঘাট প্রস্তুত করণের কথা সঙ্গিগণ সমীপে প্রস্তাব করিলেন। একটি নূতন বাটী প্রস্তুত করণার্থে অনতি-দূরে যে প্রস্তব-রাশি ছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিযা কহিলেন ইহাদ্বারা আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারিবে। তদনুসারে সায়ংকালে মজুবগণ গৃহগত হইলে তাঁহারা সকলে একত্র সমাগত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রস্তরগুলি অপহরণ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে জনেরা প্রস্তর-বাশি না দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তৎপরে অনুসন্ধান দ্বারা সবিশেষ জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ-দিগকে জানাইল। সকলেই স্ব স্ব পুত্রকে শাসন করিয়া দিলেন। ফ্রাঙ্কলিন পিতার সমক্ষে এতা-দৃশ কার্য্যের উপকারিতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইলে তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গর্হিত ব্যাপার কখনই উপকাবী হইতে পারে না।

ফ্রাঙ্কলিন পিতাব সহিত দুই বৎসব কাল কাজ করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহার ভ্রাতা জন সাবান ও বর্ত্তিকা প্রস্তুত করণ ব্যবসায়ে পটুতা লাভ করিয়া পিতার কার্য্যালয় পবিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, সুতবাং তাঁহার স্থানে আপনাকেই নিযুক্ত হইতে হইবে ভাবিয়া ফ্রাঙ্কলিন

ব্যাকুলিত-চিত্ত হইলেন। কিন্তু, তাঁহার পিতা এই কার্য্যে তাঁহার অনাস্থা দেখিয়া কোন্ ব্যবসায় তাঁহার অভিলাষানুরূপ হইবে ইহা বুঝিবার আশয়ে তাঁহাকে নানাবিধ কর্ম্মালয়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। পরিশেষে ছুরি কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করণ ব্যবসায় অবলম্বন করানই স্থির করিয়া পরীক্ষার্থে তাঁহাকে ভ্রাতৃপুত্র সামুএলের দোকানে প্রেরণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ফ্রাঙ্কলিনের কর্ম্মশিক্ষার নিমিত্তে সামুএল অধিক অর্থ আকাঙ্ক্ষা করাতে জোসিয়া পুত্রকে গৃহে প্রত্যানয়ন করিলেন।

শৈশবকাল হইতে লেখা পড়া করিতে ফ্রাঙ্কলিনের অতিশয় আগ্রহ ছিল। তিনি টাকা হাতে পাইলেই পুস্তক ক্রয় করিতেন। তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা এরূপ বলবতী ছিল যে, ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে পান না বলিয়া সর্ব্বদাই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন।

বিদ্যোপার্জ্জনে ঈদৃশী ব্যগ্রতা দেখিয়া জোসিয়া তাঁহাকে ছাপাকরের কর্ম্ম শিখাইবেন স্থির করিলেন। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে ফ্রাঙ্কলিনের ভ্রাতা জেমস্ বোষ্টন নগরে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য করিবার মানসে মুদ্রা-যন্ত্র ও অক্ষরাদি আনিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার নিকট কর্ম্ম শিক্ষার্থী হইতে সম্মত হইলেন।

নাবিকতাকার্য্য-প্রিয়তা বশতঃ পাছে ফ্রাঙ্কলিন যন্ত্রালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রযাত্রা করেন এই আশঙ্কায়, একবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিবেন, জেম্‌স এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পত্র লেখাইয়া লইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই ফ্রাঙ্কলিন এই কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া ভ্রাতার সবিশেষ আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল পড়িতে পাইতেন। পুস্তক বিক্রেতাদিগের কর্ম্মশিক্ষার্থী-গণের সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে দুই এক খানি গ্রন্থ চাহিয়া আনিতেন এবং শীঘ্র শীঘ্র পাঠ করিয়া যথাবস্থ প্রত্যর্পণ করিতেন। বিক্রেতারা জানিতে পারিবেন এই আশঙ্কায় কখন কখন এমত ঘটিত যে সায়ংকালে এক খানি পুস্তক আনিয়া প্রায় সমুদায় রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক সমগ্র পাঠ করত প্রত্যূষে ফিরিয়া দিতেন।

মাথিউ আডাম্‌স নামক এক জন বণিক জেম্‌-সের ছাপাখানায় যাতায়াত করিতেন। তিনি ফ্রাঙ্কলিনের স্বভাব, বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া এক দিন তাঁহাকে তাঁহার পুস্তকাগার দেখিতে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন পুস্তকালয়ের যে পুস্তক তিনি পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহাই লইয়া যাইতে

পারিবেন। এই সময়ে কাব্য শাস্ত্র পড়িতে ফ্রাঙ্ক-লিনের সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছিল এবং পদ্যে দুই একটী প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে পদ্য রচনা করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, কবিদিগকে প্রায় ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, সুতরাং তিনি পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়া গদ্যে মনোভিনিবেশ করিলেন।

তাঁহার পিতার যে সমস্ত ধর্ম্মবিষয়ক বাদানু-বাদের গ্রন্থ ছিল, তৎসমুদায় পাঠ করিয়া ফ্রাঙ্কলিন অতিশয় তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। বোষ্টন নগরে তাঁহার ন্যায় পাঠানুরক্ত জন কলিন্স নামা একটি বালক ছিলেন। সেই বালকের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হওয়াতে দুই জনে সর্ব্বদা তর্ক বিতর্ক করিতেন। একদা স্ত্রীশিক্ষার বিধেয়তা ও নারীগণের বিদ্যাভ্যাসের ক্ষমতা বিষয়ে কথোপ-কথন উপস্থিত হইলে কলিন্স কহিলেন স্ত্রীজাতি-স্বভাবতঃ বিদ্যার্জ্জনে অক্ষম এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াও অনুচিত। ফ্রাঙ্কলিন বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগি-লেন, কিন্তু কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। পরে এই বিষয় উপলক্ষে তাঁহাদিগের মধ্যে

যে লেখালিখি হয়, দৈবায়ত্ত ফ্রাঙ্কলিনের পিতা তাহা দেখিতে পাইলেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া ফ্রাঙ্কলিনকে কহিলেন, তোমার লেখায় বর্ণাশুদ্ধি নাই এবং যথাস্থানে ছেদ-প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু তোমার প্রতিপক্ষের লেখা প্রাঞ্জল ও সুললিত। তখন তিনি পিতৃ-বাক্যের যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া আপন রচনা প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে একান্ত যত্নবান্ হইলেন।

দৈবযোগে ফ্রাঙ্কলিন "এস্পেক্টেটর্" নামক গ্রন্থের এক খণ্ড পাইয়া তাহা ক্রয় করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। এই গ্রন্থের রচনা প্রণালী অত্যুত্তম বলিয়া বোধ হওয়াতে তদনুকরণে অভিলাষী হইয়া তাহার কোন কোন প্রবন্ধ বারংবার পাঠানন্তর তদীয় মর্ম্মমাত্র লিখিয়া রাখিতেন এবং কিছুকাল পরে সেই সমস্ত ভাব আপন কথায় লিখিয়া মূল গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতেন। তুলনা দ্বারা যে দোষ লক্ষিত হইত তাহা তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ করিতেন। এইরূপে তিনি সুকুমার ভাষায় লিখিতে শিখি-লেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে টাইরণ প্রণীত উদ্ভিজ্জ-ভোজন-প্রতিপোষক গ্রন্থ বিশেষ পাঠ করিয়া তদনুসারে চলিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

একাল পর্য্যন্ত জেম্‌সের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং তিনি খরচ দিয়া কর্ম্মশিক্ষার্থীগণ সহ এক গৃহস্থের বাটীতে আহার করিতেন। ফ্রাঙ্ক-লিন মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করায় গৃহস্থের অসুবিধা হওয়াতে তিনি মধ্যে মধ্যে তিরস্কৃত হইতেন; অতএব টাইরণ প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে রন্ধন করিতে শিখিয়া ভ্রাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার আহারার্থে সপ্তাহে গৃহস্থের বাটীতে যে ব্যয় হয় তাহার অর্দ্ধেক পাই-লেই তিনি স্বতন্ত্র আহার করিবেন। জেমস তৎ-ক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ফ্রাঙ্কলিনও পৃথক্ হইয়া খাইতে লাগিলেন দেখিলেন যে, ভ্রাতার নিকট এক সপ্তাহের আহারার্থ যাহা প্রাপ্ত হন তাহার অর্দ্ধেক অক্লেশে বাঁচে। এইরূপে যাহা কিছু বাঁচিত তদ্দ্বারা পুস্তক ক্রয় করিবার আর এক উপায় হইল। ফলতঃ এইরূপ স্বতন্ত্র আহারের নিয়ম হওয়াতে তাঁহার আরও এক লাভ হইয়া-ছিল। তাঁহার সহোদর ও অন্যান্য লোকেরা আহারার্থ গৃহস্থের বাটীতে গমন করিলে তিনি একাকী ছাপাখানায় থাকিতেন। তথায় অল্পকাল মধ্যে আপনার সামান্য ভোজন সমাপন করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন।

পানাহারের পরিমিততা নিবন্ধন বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও প্রাখর্য্য হওয়াতে এই অল্পকাল পাঠ করিয়াই যথেষ্ট ফললাভ করিতেন। এই কালে অঙ্ক জানিতেন না বলিয়া কোন স্থানে লজ্জা পাওয়াতে ককার্স বচিত পাটীগণিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং বিনা সাহায্যে সমগ্র শিখিলেন। অধিকন্তু, সেলর ও ষ্টর্নি বিরচিত নাবিকতা বিষয়ক পুস্তক বিশেষ অধ্যয়ন করায় তাঁহাব আনুষঙ্গিক রেখাগণিতও যৎকিঞ্চিৎ পাঠ করা হইয়াছিল, কিন্তু এই শাস্ত্র আর তাঁহার অধিক দূর পড়া হয় নাই। কিয়দ্দিন পরে জেনোফন-লিখিত "সক্রেটীস সম্বন্ধীয় উপাখ্যান পরম্পরা" পাঠ করিয়া বিনীত হইলেন, সগর্ব্ব ভাষায় আর কিছুই বলিতেন না।

১৭২১ খৃঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতা "নিউ ইংলণ্ড কুরান্ট" নামক এক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রাঙ্কলিনকে অক্ষর বিন্যাস ও পত্র মুদ্রাঙ্কনের পরিশ্রমের পর সেই কাগজ গ্রাহক মণ্ডলীব বাটীতে বিতরণ করিতে যাইতে হইত। জেম্‌সের কতিপয় বিচক্ষণ বন্ধু আমোদ পরবশ হইয়া এই কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে এই পত্রিকা খ্যাতি লাভ করিল এবং গ্রাহক সংখ্যারও বৃদ্ধি হইল। ইহাঁদিগের

কথোপকথন ও লেখার প্রশংসা বিবরণ শ্রবণ করিয়া ফ্রাঙ্কলিনেরও লেখনী চালন করিতে অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি বালক, সুতরাং দাদা তাঁহার লেখা জানিতে পারিলে পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে আপত্তি করিবেন ভাবিয়া, একটি প্রবন্ধ রচনা পূর্ব্বক আপন হস্তাক্ষর ফিরাইয়া ভিন্ন প্রকার অক্ষরে লিখিয়া রাত্রিযোগে ছাপা ঘরের দ্বারে রাখিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে একত্র সমাগত পত্রলেখক বন্ধুবর্গ এই প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহারা যাঁহাকে যাঁহাকে এই পত্রের রচয়িতা বলিয়া অনুমান করিলেন তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান দেখিয়া ফ্রাঙ্কলিন যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এইরূপে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সেই রূপ আর কতকগুলি লিখিয়া দিলে পূর্ব্বমত গৃহীত হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনিই রচয়িতা এই কথা প্রকাশ করিলে সকলেই তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সমাদর করিতে লাগিল। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন ইহাতে গর্ব্বিত হইবেন মনে করিয়া তাঁহার সহোদর তাদৃশ তুষ্ট হইলেন না। এই সময়ে তাঁহাদিগের ভাইয়ে ভাইয়ে যে অপ্রণয় হয়, এও তাহার একটি কারণ।

জেম্‌স উগ্রস্বভাব ছিলেন, মধ্যে মধ্যে ফ্রাঙ্ক-লিনকে প্রহার করিতেন। এরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষার্থীরূপে গৃহীত হইবার সময়ে যে নিয়মপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, ফ্রাঙ্ক-লিন তাহার খণ্ডনের নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন এবং অনতিবিলম্বে এক অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব সুযোগও উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের পত্রি-কায় প্রকাশিত রাজকার্য্য ঘটিত প্রবন্ধ বিশেষে শাসনসমাজ ক্রুদ্ধ হইয়া জেম্‌সকে এক মাসের নিমিত্তে কারারুদ্ধ করেন। তখন ফ্রাঙ্কলিনই পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন এবং সহোদরের পক্ষ অব-লম্বন করত সাহস পূর্ব্বক শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি শ্লেষ করিয়া দু চারি কথা লিখিলেন। যৎকালে জেম্‌স কারামুক্ত হইলেন, তৎকালে তাঁহার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে এই পত্রিকা আর না প্রকাশ করেন। জেম্‌স ঐ আজ্ঞা অতিক্রম করিবার এই কৌশল স্থির করিলেন যে, অতঃপর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নামে পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, কিন্তু আপন লোক দ্বারা প্রকাশ করা আর স্বয়ং প্রকাশ করাতে বিশেষ নাই, সুতরাং পাছে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের দণ্ড প্রাপ্ত হন এই আশঙ্কা করিয়া বেঞ্জামিনের গ্রীমেন্টের পৃষ্ঠে মোচন বাক্য লিখিয়া

তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং গোপনে নিয়মিত কালের অবশিষ্টাংশের নিমিত্তে আর এক খানি নিয়মপত্র লিখিয়া লইলেন। এই রূপে কয়েক মাস ফ্রাঙ্কলিনের নামে কাগজ চলিতে লাগিল। পরিশেষে সহোদরের সহিত বিবাদের একটী নূতন সূত্র উপস্থিত হইলে জেম্‌স নূতন নিয়মপত্র বাহির করিতে পারিবেন না ভাবিয়া ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার কর্ম্মালয় পরিত্যাগ করিয়া যাই-বেন বলিলেন। ফ্রাঙ্কলিনের পক্ষে এইরূপ ব্যবহার করা উচিত ছিল না, কিন্তু সহোদরের নৃশংস ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ কার্য্যের গর্হিততা তৎকালে তত মনে করিলেন না। যাহা হউক তিনি এই কার্য্যকে তাঁহার জীবনের প্রথম ভুল বলিয়া গণনা করিতেন। জেম্‌সের প্রবর্ত্তনায় নগরের অন্য কোন ছাপাকর তাঁহাকে কর্ম্ম দিতে স্বীকার করিল না। নিকটের মধ্যে নিউইয়র্ক নগরে ছাপাকর আছে জানিয়া ফ্রাঙ্কলিন তথায় যাইবেন মনে মনে এই কল্পনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ বোষ্টন নগরে থাকিতে তাঁহার আর বাসনা ছিল না, কারণ, শাসনকর্ত্তারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সহোদরের প্রতি তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন কোন সময়ে তাঁহার

প্রতি সেইরূপ করিবেন এই ভয়ে তিনি ভীত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ তিনি তৎকালে ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ বাদানুবাদ করিতেন তাহাতে প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাকে ধর্ম্মবিদ্বেষী নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় নিউইয়র্কে যাওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতা জেম্‌সের পক্ষ অবলম্বন করায় তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে প্রকাশ্যে যাইতে হইলে তাঁহারা তাঁহার গমন নিবারণ করিবেন। অতএব কলিন্স তাঁহার পলায়নের উপায়-সাধন-ভার লইয়া নিউইয়র্ক হইতে আগত এক জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত সমুদায় সাব্যস্ত করিলেন। তাঁহাকে কহিলেন যে ব্যক্তি জাহাজে যাইবেন তিনি আমার আত্মীয়, এক অসচ্চরিত্রা বালিকার সহিত প্রণয় হওয়াতে তাহার পিতা মাতা বিবাহ করিবার জন্য নিতান্ত জিদ করিতেছে, কোন ক্রমেই ছাড়িবে না। সুতরাং তিনি প্রকাশ্যে বাহির হইতেও পারেন না, আর প্রকাশ্যে প্রস্থানও করিতে পারেন না। কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহার্থে পুস্তক বিক্রয় করিয়া ফ্রাঙ্কলিন গোপনে পোতারোহণ করিলেন এবং অনুকূল বায়ুর সাহায্যে তিন দিনের পর, ১৭২৩ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে জন্ম ভূমি হইতে সার্দ্ধশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী নিউইয়র্ক

নগরে সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, নিঃসহায়, নিঃ-স্বম্বল, এবং কাহার নিকট অনুরোধ পত্র বিহীন, উপনীত হইলেন।

ফ্রাঙ্কলিন তথায় উপস্থিত হইয়া উইলিয়ম ব্রাড্-ফোর্ড নামক ছাপাকরের নিকট আপন প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাঁহার হাতে কোন কর্ম্ম উপস্থিত নাই বলিয়া কহিলেন যে, একশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে তাঁহার পুত্রের যে ছাপাখানা আছে তাহার প্রধান কর্ম্মচারির মৃত্যু হইয়াছে, অতএব সেখানে গেলে তাঁহার কর্ম্ম হইতে পারিবে। ফাঙ্কলিন অবিলম্বে ফিলেডেল্‌ফিয়া যাত্রা করি-লেন। পথিমধ্যে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া জাহা-জের পাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল; জাহাজ খানি জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া গেল। এই সময়ে ফ্রাঙ্কলিন এক জন ওলন্দাজকে জলে ডুবিতে দেখিয়া তাঁহার উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরিশেষে ৩০ ঘণ্টা অনাহারে থাকিয়া তিনি এম্বয়না নগরে উত্তীর্ণ হই-লেন এবং শুনিলেন যে ২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বর্লিংটন নগর পর্য্যন্ত পাদব্রজে গমন করিলে তথা হইতে চলতি নৌকায় ফিলেডেল্‌ফিয়ায় যাইতে পারিবেন।

পথিমধ্যে বৃষ্টিতে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া তিনদিনের দিন শনিবারের প্রাতঃকালে বর্লিংটন

নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বেই চল্‌তি নৌকা সকল ছাড়িয়া গিয়াছে এবং মঙ্গল বারের পূর্ব্বে আর এক খানিরও যাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেই খানেই ঐ কয়েক দিন অবস্থিতি করিবেন স্থির করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে এক খানি চল্‌তি নৌকা পাইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নৌকা ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে উপস্থিত হইয়া রহিল, পর দিন বেলা নয়ঘটিকার সময সেই নগরে নৌকা পৌঁছিলে ফ্রাঙ্কলিন তথাকার মার্কেটষ্ট্রিট ঘাটে নামিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন যে ভাবে এই নগব প্রবেশ করিলেন তাহা দেখিয়া কাহার মনে হইতে পারিত যে, অদীর্ঘকাল মধ্যে তিনি এক অসামান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিবেন। তাঁহার উত্তম বস্ত্র সকল জাহাজে ছিল, যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ছিলেন সে অতি সামান্য এবং কয়েক দিন নৌকায় থাকাতে নিতান্ত মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। কাহাকেও চেনেন না; কোথা গেলে বাসা পাবেন কিছুই জানেন না;, পথভ্রমণে, নৌকা বাহনে, এবং নিদ্রাভাবে নিতান্ত ক্লান্ত ও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গে প্রায় আট আনার তাম্রমুদ্রা এবং একটি রজত মুদ্রা মাত্র ছিল।

রজত মুদ্রাটির মূল্য প্রায় দুই টাকা হইবে। তাম্রমুদ্রাগুলি নৌকার ভাড়াস্বরূপ মাজিদিগকে দিলেন, কিন্তু তিনি নৌকা বাহিয়া আসিযাছেন বলিয়া তাহারা প্রথমতঃ লইতে অস্বীকৃত হইল। তিনি কোন ক্রমেই ছাড়িলেন না, সুতরাং তাহা- দিগকে লইতে লইল। আপনার অল্পসঙ্গতি এমনটি কেহ না ভাবিতে পারে এই মনে করিয়া লোকে অল্প সংস্থান থাকিলে অধিক দাতৃত্ব প্রকাশ করে, অধিক থাকিলে তাদৃশ করে না।

নগরে উত্তীর্ণ হইয়াই তিন খণ্ড রুটি ক্রয় করিলেন এবং দুইখণ্ড দুই বগলে রাখিযা অপর খণ্ড খাইতে খাইতে চলিলেন। মার্কেটষ্ট্রিট দিয়া ফোর্থষ্ট্রিটে আসিয়া যখন তাঁহার ভাবি শ্বশুর রিড্‌সাহেবের দ্বারদেশ দিয়া যান তখন তাঁহার ভাবি ভার্য্যা তাঁহার তাদৃশ ভাব দেখিয়া তাঁহাকে উপহাসাস্পদ জ্ঞান করিয়া ছিলেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় ঘাটে উপস্থিত হইয়া নৌকা হইতে নদীর জল আনয়ন পূর্ব্বক পান করি- লেন এবং নৌকারোহিণী জনৈক বৃদ্ধা দুর্ব্বলা স্ত্রীকে অবশিষ্ট রুটি দুই খণ্ড দিযা পুনর্ব্বার নগরাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে দেখিতে পাইলেন যে অনেকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক এক

দিগে চলিয়াছে। তিনিও সেই সঙ্গে মিশিয়া বাজারের সন্নিকটস্থ কোএকরদিগের এক সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া বক্তৃতাদি কিছুই শুনিতে পাইলেন না; সুতরাং অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরিশেষে সভা ভঙ্গ হইলে সভাগত একজন তাঁহাকে জাগরিত করিল, তখন তিনি অনুসন্ধান দ্বারা একটি পান্থনিবাস পাইয়া তথায় সেদিন বাস করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আণ্ড্রু ব্রাডফোর্ড নামক ছাপাকরের আবাসে গমন করিলেন। ব্রাডফোর্ডের পিতা অশ্বযানে ফ্রাঙ্কলিনের অগ্রেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন, এক্ষণে ফ্রাঙ্কলিনকে দেখিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রের নিকট তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রাডফোর্ড ফ্রাঙ্কলিনের আসার পূর্ব্বেই অপর কোন ব্যক্তিকে আপন কর্ম্মালয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কিমর নামক এক ব্যক্তি নগরে এক নূতন ছাপাখানা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গেলে ফ্রাঙ্কলিনের আশাপূর্ণ হইতে পারিবে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন কিমরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবিশেষ সমস্ত বলিলে, তিনি তাঁহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে কহিলেন। পরে হাতে কর্ম্ম হইলে তাঁহাকে

ডাকিয়া পাঠাইলেন। ফ্রাঙ্কলিন ছাপাখানায় নিযুক্ত হইলে ব্রাড্‌ফোর্ডের বাটীতে অবস্থান করা কিমরের অভিমত না হওয়াতে আপন জমীদার রিড্‌সাহেবের বাটীতে তাঁহার থাকিবার সুযোগ করিয়া দিলেন, এই সময়ে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল এবং তিনি আপনার বস্ত্রগুলি পাইয়া কথঞ্চিৎ ভদ্র বেশে রিড্‌সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

ফ্রাঙ্কলিন নগরের কতিপয় পাঠপ্রিয় যুবকের সহিত পরিচিত হইয়া অধ্যয়নসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, এবং পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা নিবন্ধন তাঁহার কিছু কিছু অর্থসঞ্চয়ও হইতে লাগিল। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বাটীর কোন সমাচার না পাইয়া এবং বাটীতেও কোন সংবাদ না লিখিয়া বোষ্টননগর বিস্মৃত হইবার যত্নে আছেন এমত সময়ে তাঁহার ভগিনীপতি কাপ্তেন হোম্‌স পরম্পরায় তদীয় বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে বাটী যাইতে একান্ত অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। ফ্রাঙ্কলিন পত্রোত্তরে বোষ্টন নগর পরিত্যাগের কারণ গুলি এমন সুস্পষ্ট করিয়া লিখিলেন যে হোম্‌স বুঝিতে পারিলেন তাঁহার তত দোষ নাই। যে সময়ে হোম্‌স প্রদেশীয় গবর্ণর সার উইলিয়মের সহিত ভ্রমণ করিতে-

ছিলেন, সেই সময়ে এই পত্র পাইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। পত্রের রচনা দেখিয়া গবর্ণর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পরে লেখকের বয়ঃক্রম সপ্তদশবর্ষ মাত্র শুনিয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বলিলেন ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে যে যে ছাপাকর আছে তাহারা সকলেই অকর্ম্মণ্য অতএব যদি তোমার শ্যালক স্বতন্ত্র হইয়া ছাপাখানা করেন তাহা হইলে আমি সাধ্যানুসারে তাঁহার পোষকতা করিব। হোম্‌স ইহার বিন্দু বিসর্গও ফ্রাঙ্কলিনকে লেখেন নাই।

এক দিন ফ্রাঙ্কলিন ও কিমর ছাপাখানায় কর্ম্ম করিতেছেন এমত সময়ে গবর্ণর এক জন ভদ্র লোককে সঙ্গে করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা কিমরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন মনে করিয়া কিমর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নামিয়া গেলেন, গবর্ণর ফ্রাঙ্কলিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং উপরে আসিয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব শিষ্টাচারে সম্ভাষণ পূর্ব্বক, তিনি নগরে আসিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই বলিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। গবর্ণর মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি তাঁহাকে স্বতন্ত্র হইয়া কর্ম্ম করিবার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন এই

রূপ করিলে কৃতকার্য্য হইবার ভূয়সী সম্ভাবনা আছে। স্বাধীন হইয়া কর্ম্ম করিতে হইলে যন্ত্র, অক্ষর প্রভৃতিতে যে ব্যয় হইবে তাহা পিতা দিবেন কি না ফ্রাঙ্কলিন এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলে, গবর্ণর কহিলেন আমি তোমার পিতার নামে এক পত্র দিব সেই খানি লইয়া গেলেই তোমার পিতার সম্মতি লাভ করিতে পারিবে, ইতিমধ্যে এই কথা কাহার নিকট ব্যক্ত করিও না। ফ্রাঙ্কলিন যেমন কর্ম্ম করেন তেমনই করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন বলিয়া কিমরের নিকট বিদায় লইলেন এবং গবর্ণরের লিপি গ্রহণ পূর্ব্বক ১৭২৪ খৃঃ শকের এপ্রিল মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে বোষ্টন যাত্রা করিলেন।

বোষ্টন হইতে পলায়নের পর ফ্রাঙ্কলিনের পিতা মাতা তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া যাদৃশ দুঃখিত ছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া তেমনি আহ্লাদিত হইলেন, কেবল জেম্স তাদৃশ হইলেন না, বরং ফ্রাঙ্কলিনের ভাল পরিচ্ছদ ও ঘড়ি দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইলেন। ফ্রাঙ্কলিন বালক বলিয়া তাঁহার পিতা সার্ উইলিয়মের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, কহিলেন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি স্বতন্ত্র ছাপাখানা করিবার সুযোগ করিয়া দিব।

ফ্রাঙ্কলিন পুনর্ব্বার ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে যাই-বার অভিলাষ প্রকাশ করিলে পিতা মাতা অনেক উপদেশ দিলেন এবং যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়ো-গের পর বিদায় করিলেন। পথিমধ্যে সুযোগ পাইয়া ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার ভ্রাতা জনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জন তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। ফিলেডেল্‌ফিয়ার পথে পেন-সিল্‌বেনিয়া প্রদেশের কোন ব্যক্তির নিকট জনের বন্ধু বার্ণনের কিছু টাকা পাওনা ছিল। তিনি ফ্রাঙ্কলিনের প্রতি তাহার আদায়ের ভার দিয়া তাঁহাকে এক পত্র দিলেন। পাথেয় অকুলান পড়ায় ফ্রাঙ্কলিন ঐ টাকা আদায় করিয়া আপন আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন। এই বিশ্বাস-ঘাতকতা ফ্রাঙ্কলিন স্বীয় জীবনের একটি গুরুতর ভ্রম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে ফ্রাঙ্কলিন ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে উপনীত হইয়া গবর্ণরের নিকট পিতার পত্র দিয়া সবিশেষ বলিলে তিনি তাঁহাকে স্বয়ং অর্থদ্বারা সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়া কহিলেন যে, তুমি ত্বরায় ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার উদ্যোগ কর, আবশ্যক উপকরণ ক্রয়ার্থে যে অর্থ লাগিবে আমি ইংলণ্ডে তাহার বরাৎ দিব, আর ছাপাকর্ম্মব্যবসায়ী কয়েক ব্যক্তির

নিকট অনুবোধ পত্রও দিব। ফ্রাঙ্কলিনের যাওয়ার সমুদায় আয়োজন হইল, কিন্তু গবর্ণর তাঁহাকে পত্র গুলি আজ দি কাল দি করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। জাহাজ ছাড়িবার দিন উপস্থিত হইলে গবর্ণর ফ্রাঙ্কলিনকে পোতারোহণ করিতে বলিয়া কহিলেন আমি কর্ণাল ফ্রেঞ্চকে দিয়া পত্রাদি জাহাজে পাঠাইতেছি। তদনুসারে কর্ণাল ফ্রেঞ্চ কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিয়া কাপ্তেনের কাছে রাখিয়া দিলেন এবং ফ্রাঙ্কলিনকে কহিলেন তাঁহার চিটি পত্র সব এক সঙ্গে বাঁধা আছে, জাহাজ হইতে নামিয়া যাইবার সময়ে পাইবেন।

টেম্স নদীতে জাহাজ উপনীত হইলে কাপ্তেন তাঁহাকে চিটি খুজিবার অনুমতি দিলেন, কিন্তু অন্বেষণ করিয়া ফ্রাঙ্কলিন আপন নামে বা আপন নাম-সম্বলিত অন্যের নামে কোন চিটি দেখিতে পাইলেন না। তবে শিরোনাম দেখিয়া যে ছয় সাত খান তাঁহার কার্য্যের নিমিত্তেই হইবে বোধ হইল সেই কয়েক খানি বাচিয়া লইলেন। ইহার এক খানি রাজছাপাকরের নামে ছিল। ফ্রাঙ্কলিন সেই পত্র-সমেত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজছাপাকর পত্র খুলিয়াই বলিয়া উঠিলেন এ যে রিডেল্সডেলের লেখা দেখিতেছি (এই ব্যক্তি

ফিলেডেল্‌ফিয়াব এক প্রসিদ্ধ অভদ্র টৌর্ণী), অল্প-
দিন হইল জানিতে পাবিয়াছি সে নিতান্ত পাষণ্ড,
তাহার চিটিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, এই
কথা বলিয়া প্রস্থান করত আপন কর্ম্ম করিতে
লাগিলেন। ফ্রাঙ্কলিন ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাই-
লেন যে এক খানি পত্রও গবর্ণরের লিখিত নহে।
অনধিক কাল পরে ডেন্‌হাম নামা একজন সহ-
পোতারোহির নিকট আপন দুঃখের বৃত্তান্ত আদ্যো-
পান্ত বর্ণন করিলে জানিতে পারিলেন যে, গবর্ণর
নিতান্ত প্রতারক, শ্লাঘা ও আত্মাভিমান-প্রিয়তা
পরতন্ত্র হইয়া, পূর্ণ করিবার ক্ষমতা বা বাসনা না
থাকিলেও আশাপ্রদানদ্বারা লোককে প্রতারিত
করে। তখন তিনি, যাহার নিজের সম্ভ্রম নাই তাহার
অপর এক ব্যক্তিকে এক হাজার টাকার অঙ্গীকার
পত্র দেওয়ার কথা মনে করিয়া হাসিতে লাগিলেন।
দ্বাদশ মাস পূর্ব্বে ফ্রাঙ্কলিন ক্ষুধার্ত্ত, ছিন্নবস্ত্র পরি-
ধান, এবং নিঃসম্বল ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে উপ-
স্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে যে অবস্থায় পড়িলেন
সে তদপেক্ষাও অপকৃষ্ট, কিন্তু অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম
কালে কেহই সহজে ভগ্নোদ্যমপ্রবণ হয় না,
ফ্রাঙ্কলিন স্বভাবতঃ নিতান্তই কম ছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন পামরের ছাপাখানায় নিযুক্ত হইয়া

এক বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিলেন, এই কাল মধ্যে রিড্‌তনয়াকে শুদ্ধ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, ফলতঃ তাঁহার নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন, ফ্রাঙ্কলিন তাহার কিছুই করেন নাই।

ফ্রাঙ্কলিন পামারের যন্ত্রালয়ে ওয়ালষ্টন্ প্রণীত "প্রাকৃতিক ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় বারের মুদ্রাঙ্কণ সম্পন্ন করেন। মুদ্রাঙ্কণ কালে গ্রন্থকারের অনেক গুলি হেতুবাদ সমূলক বোধ না হওয়ায় তিনি তৎসম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিলে তাঁহার কিঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ ও কতিপয় প্রসিদ্ধ লোকের সহিত আলাপ হইল। ফ্রাঙ্কলিন অধিক পুরস্কারের আশয়ে পামারের কর্ম্মালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওয়াট্‌সের যন্ত্রালয়ে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন। এখানে তাঁহার মিতব্যয়িতা, পরিশ্রম ও পান ভোজনের সমতা দেখিয়া সকলে উপহাস করিত, এবং আমেরিকাবাসী জলপায়ী বলিয়া ডাকিত, কিন্তু কিছুদিন তথায় থাকিতে থাকিতে অনেককেই আপন মতে আনিয়াছিলেন।

এইরূপে দেড় বৎসরকাল লণ্ডন নগরে বাস করিয়া ফ্রাঙ্কলিন যে কেবল আপন ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন এমত নহে, বহুতর গ্রন্থাধ্যয়ন

করিয়া অমূল্য জ্ঞানরত্নও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি একজন বয়স্যের সমভিব্যাহারে ইউরোপ-খণ্ড-পরিভ্রমণে যাইবেন স্থির করিতেছেন এমত সময়ে ডেন্‌হামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডেন্‌হাম বলিলেন আমার দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইয়াছে, অবিলম্বে ফিলেডেল্‌ফিয়ায় গিয়া ব্যবসায় করিব, তুমি যদি বার্ষিক পাঁচশত মুদ্রা বেতনে কেরাণীগিরি কর্ম্ম স্বীকার কর তাহা হইলে আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাই। দীর্ঘকাল লণ্ডন নগরে বাস করাতে সে নগর অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষতঃ ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে যাইতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎকালে ছাপাখানায় অক্ষর বিন্যাস দ্বারা যে টাকা পাইতেছিলেন এ কর্ম্মে আপাততঃ তদপেক্ষা কম লাভ হইলেও ভাবি উন্নতির ভূয়সী সম্ভাবনা ছিল।

১৭২৬ খৃঃ শকের ২৩এ জুলাই তারিখে যখন ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় যান, তখন মনে মনে এই ভাবিলেন যে তাঁহার ছাপাখানার কর্ম্মের অবধি হইল। ১১ই অক্টোবর ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে পৌঁছিয়া অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন, গবর্ণর পদচ্যুত এবং রিড্‌সুতা

বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, কিমর ব্যবসায় কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া লইয়াছেন।

এক্ষণে ফ্রাঙ্কলিনের বয়স এক বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যে যে নিয়মানুসারে চলিবেন জাহাজে আসিতে আসিতে সে গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় যে সেই নিয়মাবলি হারাইয়া গিযাছে। ফ্রাঙ্কলিন আপন মুখে স্বীকার করিয়াছেন সাধ্যসত্ত্বে সেই নিয়মের অন্যথাচরণ করেন নাই। নগরে আসার পর গবর্ণরের সহিত অনেক বার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু এক বারও তাঁহার প্রতারণা সম্বন্ধীয় একটী কথাও বলেন নাই।

ফ্রাঙ্কলিন এই নূতন কর্ম্ম কয়েক মাস করিতেছেন, এমত সময়ে ডেন্‌হাম এক ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়া লোকান্তব গমন করিলেন। ডেন্‌হামের লোকান্তর গমনে ফ্রাঙ্কলিন আবার নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কিমর তাঁহাকে অধিক বেতনে আপন যন্ত্রালয়ে পুনর্ব্বার নিযুক্ত, করিলেন। এক্ষণে চারি পাঁচ জন অনভিজ্ঞ কর্ম্মশিক্ষার্থীকে উপদেশ প্রদান, এবং ছাপাখানার অন্যান্য সমুদয় কর্ম্মের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। ফ্রাঙ্কলিনের সর্ব্বার্থসাধিকা প্রতিভা ছিল,

যখন যাহাতে লাগিতেন তখন তাহাই করিয়া তুলিতেন। একদা ছাপাখানার অক্ষরের অকুলান পড়িলে, অন্যকোন উপায় না দেখিয়া তিনি আপনিই কতকগুলি অক্ষর প্রস্তুত করিলেন, তদ্দ্বারা কর্ম্ম একরূপ চলিতে লাগিল।

ফ্রাঙ্কলিনকে কিমরের অধিক বেতনে নিযুক্ত করার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মশিক্ষার্থিগণ শিখিয়া উঠিলে, শিক্ষককে দূর করিয়া, তাহাদিগের দ্বারায় অল্প ব্যয়ে কর্ম্ম চালাইবেন। তদনুসারে আপনাকে পূর্ণ মনোরথ বুঝিলে পর সামান্য কারণে ফ্রাঙ্কলিনের সহিত বিবাদ করিলেন, এবং কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিলেন।

কিমরের কর্ম্মশিক্ষার্থিগণ মধ্যে মেরিডিথ্ নামক একজন ফ্রাঙ্কলিনকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। তিনি ফ্রাঙ্কলিনের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া স্বতন্ত্র ছাপাখানা করিবেন, তাঁহার বন্ধুবর্গ আবশ্যক অর্থ দিতে সম্মত আছেন। ফ্রাঙ্কলিন আহ্লাদ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং অবিলম্বে যন্ত্রাক্ষর প্রভৃতির নিমিত্তে লণ্ডন নগরে লিখিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে কিমর নিউজর্সি প্রদেশের নিমিত্ত কতকগুলি নোট মুদ্রিত করিয়া দিবেন ফুরাইয়া

লইয়াছিলেন। ইহাতে যে সকল নূতন অক্ষর ও ফুল, লতা প্রভৃতির প্রয়োজন তাহা ফ্রাঙ্কলিন ভিন্ন অন্য কাহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং কিমর তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্ম গ্রহণের জন্য আগ্রহাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিলেন। মেরিডিথ্ ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে থাকিয়া দিন দিন কর্ম্মে সুশিক্ষিত হইতে পারিবেন ভাবিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, তিনিও অগত্যা কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। এই কর্ম্ম সাধনার্থে, যেরূপ নোট প্রস্তুত হইবে, তাম্রখণ্ডে সেইরূপ ফুল, লতা প্রভৃতি উৎকীর্ণ করিয়া বর্লিংটন নগরে গমন করিলেন, তথায় সেই কার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ করিয়া সকলের প্রশংসাভূমি হইলেন এবং কিমরেরও যথেষ্ট লাভ করিয়া দিলেন। ফ্রাঙ্কলিন বর্লিংটন নগরে যে তিন মাস ছিলেন, তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। এই সকল আত্মীয়গণ হইতে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের ও উপকার করিয়াছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন বর্লিংটন নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিতে করিতে তাঁহার ও মেরিডিথের আদেশানুরূপ যন্ত্রাক্ষরাদি লণ্ডন নগর হইতে আসিয়া

পৌঁছিল। অবিলম্বে কিমরের সহিত হিসাব পত্র চুকাইলেন, এবং একটি ব্যাটী ভাড়া লইয়া উভয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পুলিন্দা সব খুলিতেছেন, এমত সময়ে পল্লিগ্রামবাসী এক ব্যক্তি তাঁহাদিগের ছাপাখানায় একটি সামান্য কাজ দিলেন। এইটি ছাপিয়া তাঁহারা আড়াই টাকা পাইলেন। তাঁহাদিগের সকল টাকা দ্রব্যাদি ক্রয়ে নিঃশেষিত হইযাছিল, সুতরাং বড় প্রয়োজনের সময় প্রথম লাভ এই আড়াই টাকা পাইয়া ফ্রাঙ্কলিন অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

ফ্রাঙ্কলিনের পরামর্শক্রমে পূর্ব্ব বৎসর কয়েক জন যুবক পরস্পরের বিদ্যোন্নতির নিমিত্ত একটি সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সভার ফল দেখিয়া তাঁহারা এতাদৃশ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তক ফ্রাঙ্কলিন ছাপাখানা করিয়াছেন দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে কর্ম্ম জুটাইয়া দিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোএকরেরা, সম্প্রদায়ের ব্যয়ে, আপনাদিগের সম্প্রদায়ের এক ইতিহাস প্রস্তুত করিতেছিলেন। ঐ যুবকগণের মধ্যে এক জন তাহার ১৬০ পৃষ্ঠ ছাপিবার নিমিত্ত ফ্রাঙ্কলিনকে আনিয়া দিলেন। এই পুস্তক ছাপিয়া অধিক লাভ হইবে না বলিয়া

তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে শেষ হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগি- লেন। পুস্তক খানি বড় কাগজের একতায় চারি পৃষ্ঠ করিয়া পাইকা (মাঝারিরকম) অক্ষরে ছাপিতে হইয়াছিল এবং তাহাতে ক্ষুদ্রাক্ষরে বড় বড় টীকাও ছিল। ফ্রাঙ্কলিন প্রত্যহ চারি পৃষ্ঠের অক্ষর বিন্যাস করিতে লাগিলেন, এবং মেরিডিথ্ সেইটি ছাপিতে লাগিলেন। পর দিনের কর্ম্মের নিমিত্ত ফারম ভাঙ্গিয়া অক্ষর গুলি কেসের কুঠরীতে কুঠরীতে রাখিতে ফ্রাঙ্কলিনকে প্রায় দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিতে হইত, কেন না অন্যান্য কাজের নিমিত্ত এ কাজে দিবসে হাত দিতে পারি- তেন না। কিন্তু প্রত্যহ চারি পৃষ্ঠের অক্ষর বিন্যাস করিবেন বলিয়া তাঁহার এরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, এক দিন সায়ংকালে ফারম সাজাইয়া দিবসের কাজ সারিলেন মনে করিতেছেন, এমত সময়ে দৈবায়ত্ত ফারম খসিয়া দুই পৃষ্ঠের অক্ষরের গোল হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ অক্ষর খুলিয়া কেসে তুলিলেন এবং অক্ষর গুলি বিন্যাস না করিয়া শয়ন করিলেন না। ফ্রাঙ্কলিনের এইরূপ অবি- শ্রান্ত পরিশ্রমের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে নগর মধ্যে তাঁহার প্রভূত খ্যাতি ও সম্ভ্রম হইয়া

উঠিল এবং চারি দিক্ হইতে কর্ম্ম আসিয়া জুটিতে লাগিল।

এই সময়ে ফ্রাঙ্কলিন্ এক সমাচার পত্রিকা প্রকাশ করা সাব্যস্ত করিয়া বহুকষ্টে কৃতকার্য্য হইলেন। সমাচারের কাগজ আরম্ভ করিতে করিতে সৌভাগ্যক্রমে ব্যবসায়েব অংশী মেরিডথ, তাঁহার সহিত কারবার ছাড়িয়া আপন পূর্ব্ব ব্যবসায় কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিল। মেরিডিথ্ পানাসক্ত হইয়া কারবারের পক্ষে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। মেরিডিথের সহিত পৃথক হইয়া সমস্ত কর্ম্ম আপন হস্তে লইয়াছেন এমত সময়ে গবর্ণমেন্ট অধিক নোট প্রচলিত করিতেছেন না, বলিয়া প্রজাবর্গ মহা গোলযোগ আরম্ভ করিল। ফ্রাঙ্কলিন প্রজাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত করিলেন, এই পুস্তকের যুক্তি পরম্পরা প্রজাদিগের অভিপ্রেতার্থ সাধনে এতাদৃশ অনুকূলতা করিল এবং তদ্দ্বারা তিনি এতাদৃশ লোকানুরাগ প্রাপ্ত হইলেন যে নোট প্রচলিত করা সাব্যস্ত হইলে সে সমস্ত মুদ্রাঙ্কিত করণের নিমিত্ত তিনিই মনোনীত হইলেন।

ইহার পর ফ্রাঙ্কলিন এক খানি ছুরী, কাগজ, কলম প্রভৃতির দোকান খুলিলেন। একদে

তাঁহার ব্যবসায়ের এরূপ উন্নতি হইতে লাগিল যে তিনি ক্রমে ক্রমে সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী হইবার নিমিত্তে বাস্তবিক যত্ন করিয়াছিলেন এমত নহে, তদ্বিরুদ্ধ সর্ব্ব প্রকার আকার লক্ষণ ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন নাট্যশালা প্রভৃতি কোন আমোদের স্থানে যাইতেন না, এবং মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনে ব্যাসক্ত হইতেন না। কখন কখন পাঠ-লোভসম্বরণে অসমর্থ হইয়া পুস্তকে মনোভিনিবেশ করিতেন, কিন্তু পাছে কর্ম্মে শিথিলপ্রযত্নতা প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় অতি গোপনে অধ্যয়ন করিতেন।

এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বতন প্রভু কিমরের বিষয়াশয় সকলই গিয়াছিল এবং ব্রাড্‌ফোর্ড নামক যে আর একজন সম্পন্ন ছাপাকর ছিলেন তিনি কাজ কর্ম্মে তত মনোযোগ করিতেন না, সুতরাং ফ্রাঙ্ক-লিনই ওনগরের একমাত্র ছাপাকর ছিলেন বলিলেই হয়। পূর্ব্বে যে রিড্‌দুহিতার কথা বলা হইয়াছে, ফ্রাঙ্ক-লিন অনতিচিরকাল মধ্যে সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি এই নারীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অদোষা-

বহু বলা যাইতে পারে না, কেননা যৎকালে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন তৎকালে পরস্পরের প্রণয়ের নিদর্শনসূচক অনেক কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তথাপি ইংলণ্ডে যাইয়া যতদিন অবস্থিতি করেন তাহাতে তাঁহাকে এক খানি মাত্র পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে কন্যার বন্ধুবর্গ ভাবিলেন, হয়ত ফ্রাঙ্ক-লিনের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাসনা নাই, অথবা তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, অতএব তাঁহা-দিগের প্রবর্ত্তনায় তাঁহাকে আর এক জনকে পতিত্বে বরণ করিতে হইল। ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকায় প্রত্যা-গত হইলে এই কথা শুনিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। এই কামিনী যাহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন সে ঘোরতর পাষণ্ড, সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, পরিশেষে এরূপও প্রকাশিত হইয়াছিল যে তাহার পূর্ব্বপত্নী জীবিতমানা ছিল।

ফ্রাঙ্কলিন কর্ম্মকাজের সুবিধা করিয়া সুবিখ্যাত হইলে পর, রিড্সাহেবের পরিবারের সহিত আত্মীয়তার পুনরারম্ভ করিলেন, এবং রিড্নন্দিনীর তাদৃশ অনিশ্চিতাবস্থা হইলেও সাহস পূর্ব্বক পূর্ব্ব প্রণয়াঙ্গীকার পরিপূর্ণ করিলেন। এই সীমন্তিনী ফ্রাঙ্কলিনের সমবয়স্কা ছিলেন, তিনি এরূপ সচ্চ-রিত্রা যে তাঁহাকে বিবাহ করা ফ্রাঙ্কলিনের পক্ষে

সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয় হইয়াছিল, এ কথা ফঙ্কলিন আপন মুখে বলিয়াছেন।

১৭৩১ খৃঃশকে ফ্রাঙ্কলিন ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে চাঁদা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত একটি পুস্তকালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। ইতি পূর্ব্বে আমেরিকায় কেহ কখন এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করেন নাই। প্রথমতঃ পঞ্চাশজন কুড়ি টাকা করিয়া এক কালীন দান করিবেন এবং বর্ষে বর্ষে পাঁচ টাকা করিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়া আপনাপন নাম স্বাক্ষর করিলেন। পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়া এরূপ সুনিয়মে ব্যবস্থাপিত হইতে লাগিল যে ইহাদ্বারা অভিলষিত লব্ধ হইয়া সমুদায় পেন্‌সিল্‌বেনিয়া প্রদেশে বিদ্যানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ফ্রাঙ্কলিন আপন সংকল্পের ফলোদয় দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং যুবকগণ যাহাতে পরিশ্রমস্বভাব এবং যুক্তিবিহিত-আমোদপ্রিয় হয়, তদ্বিষয়ে আপন দৃষ্টান্ত দ্বারা অবিরত উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে ফ্রাঙ্কলিনকে পঞ্চবিংশ কি ষড়্‌বিংশ এইরূপ অল্পবয়সে বিশিষ্টরূপ ব্যবসায়ী, সমাজকার্য্য-সাধনাভিলাষী, এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানানুরাগী দেখা যাইতেছে। বিষয় কর্ম্মে একতান

মনোযোগ এবং পরিবারের হিতসাধন তাঁহার প্রধান চিন্তা ছিল। তিনি যে কাগজ পত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি এই বয়সে সর্ব্বপ্রকার বৃথা আমোদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমোদের মধ্যে কেবল শতরঞ্চ খেলিতে বড় ভাল বাসিতেন। অবকাশ কালের অধিকাংশ আত্মপরীক্ষা এবং চরিত্রের ও মনের উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত করিতেন। স্বভাবাধীন অথবা অভ্যাস বশতঃ চরিত্রের যে দোষ ছিল ফ্রাঙ্কলিন তাহার সংশোধন করিতে বিলক্ষণ যত্নবান্ ছিলেন, এমন কি তাঁহার এরূপও লক্ষ্য ছিল যে সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ চরিত হইবেন, কোন দিগে ন্যূনতা থাকিতে দিবেন না। তিনি ভাবিলেন যে, কোন্ কর্ম্ম ন্যায্য আর কোন্ কর্ম্ম অন্যায্য সকলই জানেন, তবে অন্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায় সাধনে কেনই সমর্থ হইবেন না। কিন্তু অদীর্ঘকাল মধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, এ প্রকার করা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন তত সহজ নহে। একটি দোষ পরিহারার্থ সযত্ন হইয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে আর একটি দোষ অতর্কিতরূপে উপস্থিত হয়। যে দিকে মনোযোগের অভাব হয় অভ্যাস বশতঃ সেই দিগেই ব্যতিক্রম ঘটে। কখন কখন

এমন ঘটিয়া উঠে যে, মনের আসক্তির নিকট সদসৎ বিবেচনাকে পরাভূত হইতে হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করিলেন যে সর্ব্বতোভাবে সদাচারী হওয়া আপনারই লাভ, শুদ্ধ এই প্রতীতি থাকিলেই স্খলন নিবারণ হয় না; পতন-সম্ভাবনা-বিরহিত, অটল, সকল সময়ে সমভাবাবিষ্ট, সচ্চরিত্র লাভ করিতে হইলে, পূর্ব্বসংঘটিত বিপরীত অভ্যাস সমস্ত উন্মূলিত করিয়া নব নব সদভ্যাস অবলম্বনানন্তর তৎসমুদায়ের দৃঢ়তা সাধন করিতে হয়। এই নিমিত্ত তিনি পশ্চাল্লিখিত রীত্যনুসারে চলিতে লাগিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন বিবিধ গ্রন্থ পাঠ দ্বারা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, শব্দার্থের গৌরব সঙ্কোচানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের মতে সন্নীতির সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কেহবা এক শব্দে অনেক ভাব সংযুক্ত করিয়াছেন কেহ তত করেন নাই। যেমন, কাহার কাহার মতে মিতাচারিতা কেবল পান ভোজনেই প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ ইহার অর্থ-গৌরব করিয়া, আমোদ, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি, ব্যাসক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক অভিলাষ, সকলেরই সংযমকে বলেন, ধনলালসা এবং পদাকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্তও ইহার মধ্যে ধরেন। আপনার বোধসৌকার্য্যার্থ

ফ্রাঙ্কলিন অধিক ভাবগর্ভ অল্প শব্দ ব্যবহার না করিয়া, অল্পভাবপুরিত অধিক শব্দ প্রয়োগ করাই সাব্যস্ত করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার মনে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইল সে সমস্ত ত্রয়োদশটি সন্নীতির নামান্তর্গত করিয়া, প্রতিনামের সঙ্গে এমন এক একটি ক্ষুদ্র উপদেশ বাক্য সংলগ্ন করিলেন যে তদ্দ্বারা নামার্থ সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হয়।

এই সন্নীতি গুলির নাম ও আনুষঙ্গিক উপদেশ।

১-মিতাচারিতা—এরূপ ভোজন করিবে না যে ভোজনাবসানে অলস হইয়া পড়িতে হয়; এরূপ পান করিবে না, যে পানান্তে উন্মত্তপ্রায় হইতে হয়।

২-মিতভাবিতা—যাহাতে আপনার কি অন্যের কোন উপকার না হয় এমন বাক্য প্রয়োগ করিবে না; বৃথা কথোপকথন পরিত্যাগ করিবে।

৩-শৃঙ্খলা—আপনার সকল দ্রব্যের এক এক নির্দ্দিষ্ট স্থান করিবে; সকল কর্ম্মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময় নিরূপিত রাখিবে।

৪-প্রতিজ্ঞতা—যে কর্ম্ম করা উচিত তাহা সম্পন্ন

করিতে প্রতিজ্ঞা করিবে। যাহা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে তাহা সম্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

৫-মিতব্যয়িতা—যাহাতে আপনার কিম্বা অন্যের উপকার হয় তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই অর্থ ব্যয় করিবে না; অর্থাৎ কিছুই বৃথা নষ্ট করিবে না।

৬-পরিশ্রমিতা—সময় বৃথা ক্ষেপণ করিবে না; সর্ব্বক্ষণ কোন না কোন হিতজনক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবে; সর্ব্বপ্রকার অনাবশ্যক কার্য্য বিবর্জ্জন করিবে।

৭-অকাপট্য—কোন প্রকার প্রতারণা করিবে না, মনে যে সকল বিষয় আলোচনা করিবে তাহা যেন ন্যায়মূলক ও নির্দ্দোষ হয়; এবং যদ্যপি কথা কহ, তদনুরূপ কহিবে।

৮-ন্যায়পরতা—অহিত সাধন, কিম্বা কর্ত্তব্য উপকার সম্পাদনে ত্রুটি দ্বারা কাহার প্রতি অন্যায় করিবে না।

৯-সংযম—কিছুরই চরম সীমায় যাইবে না; অপকার প্রাপ্ত হইলে যাদৃশ প্রতিশোধ করা উপযুক্ত বোধ হইবে তাদৃশও করিবে না।

১০-পারিপাট্য—শরীর, পরিচ্ছদ, কি আবাসের

কোন প্রকার অপরিষ্কৃততা হইতে দিবে না।

১১-প্রশস্তচিত্ততা—সামান্য বিষয়ে রুষ্ট হইবে না, অথবা যাহা পরিত্যাগ করা যায় কিম্বা সচরাচর ঘটে এমত ঘটনায় বিরক্ত হইবে না।

১২-অব্যভিচারিতা—

১৩-বিনয়—খ্রীষ্টের এবং সক্রেটীসের অনুকরণ করিবে।

এই সমুদায় গুলি গুণেতেই অভ্যস্ত হওয়া ফ্রাঙ্কলিনের অভিপ্রেত ছিল, অতএব বিবেচনা করিলেন একেবারে সকল গুলিতে মনোভিনিবেশ না করিয়া এক একটি করিয়া অভ্যাস করা ভাল। প্রথমটি আয়ত্ত হইলেই আর একটিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এইরূপে ক্রমে ক্রমে ত্রয়োদশটিই অভ্যাস করিবেন। ইহার মধ্যে কোন কোন গুণ আয়ত্ত থাকিলে অপরাপর গুণলাভ করা অনেক সহজ হয়, এই হেতু পর পর অভ্যাসের নিমিত্তে উল্লিখিত প্রকার শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। মিতাচারিতা প্রথম, কেননা তদ্দ্বারা বুদ্ধির স্থিরতা ও নির্ম্মলতা সম্পাদিত হয়, আর যেখানে অবিরত সতর্কতার আবশ্যক এবং প্রাচীন অভ্যাসের অনবরত আকর্ষণ নিবারণ

ও সার্ব্বক্ষণিক প্রলোভনের প্রাবল্য-দমনার্থ সাব-ধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় সেখানে নির্ম্মল ও স্থির বুদ্ধির বিশেষ উপযোগিতা। এই গুণ উপার্জ্জিত ও বদ্ধমূল হইলে মিতভাষিতা লাভ করা অনেক সহজ হয়, বিশেষতঃ ফ্রাঙ্কলিনের সচ্চ-রিত্র লাভের সঙ্গে জ্ঞান লাভেরও অভিলাষ ছিল, কিন্তু কথোপকথন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে জিহ্বা-পেক্ষা কর্ণের কার্য্য অধিক জানিয়া, তাঁহার যে সামান্য লোকরঞ্জক বৃথা গল্প, শ্লেষোক্তি ও বিদ্রূপের অভ্যাস হইতেছিল, তাহার পরিহারাভিলাষী হইয়া, মিতভাষিতাকে দ্বিতীয় স্থান দিলেন। তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, এই গুণ এবং ইহার পরেরটি অর্থাৎ শৃঙ্খলা অভ্যস্ত হইলে অধ্য-য়ন ও আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে অনেক সময় পাইবেন। প্রতিজ্ঞতা এক বার অভ্যস্ত হইলে তাহার পরের গুণ কয়েকটি সাধন করিতে অবিচলযত্ন হইতে পারিবেন, আর মিত-ব্যয়িতা ও পরিশ্রমিতা দ্বারা ঋণাবশেষ পরিশো-ধিত হইলে, ধনাঢ্য ও স্বাধীন হইয়া সচ্ছন্দে অকা-পট্য ও ন্যায়পরতা অভ্যাস করিতে পারিবেন, এই প্রকারে আর আর কয়েকটি গুণও উপার্জ্জিত হ-ইবে। এই সকল গুণ কতদূর লাভ হইতেছে জানি-

বার নিমিত্ত দিন দিন আত্মপরীক্ষা প্রয়োজনীয় বুঝিয়া আত্মানুসন্ধানের নিম্নলিখিত ধারা নিরূপিত করিলেন।

এক খানি ক্ষুদ্র বই বাঁধিয়া এক এক পৃষ্টের শিরোভাগে একএকটি গুণের নাম লিখিলেন। সপ্তাহের আদ্যক্ষর প্রতি ঘরের উপরে লিখিয়া ঊর্দ্ধাধোভাবে লাল কালী দ্বারা সাতটি ঘর অঙ্কিত করিলেন, আর এই ত্রয়োদশটি গুণের এক একটির নাম প্রথমে বসাইয়া ঐ সাতটি ঘরের উপর দিয়া আড়া আড়ি ভাবে লাল কালীদ্বারা ত্রয়োশটি রেখা টানিলেন, কেন না আত্মপরীক্ষা দ্বারা যে যে দিনে যে যে গুণের ব্যতিক্রম দেখিবেন সেই সেই দিনের ঘরে, সেই সেই গুণের রেখাতে মসী দ্বারা এক একটি ক্ষুদ্র চিহ্ণ অঙ্কিত কবিবেন।

ফ্রাঙ্কলিন পর্য্যায়ক্রমে এক একটি গুণের প্রতি এক এক সপ্তাহ মনোনিবেশ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথম সপ্তাহে কোনক্রমেই মিতাচারিতার কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, এরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। আর আর গুণের যাহা হয় হউক, সে সমস্তের প্রতি মনোযোগী হইলেন না, কেবল প্রতি দিবস সায়ংকালে তদ্দিবসের দোষের নিদর্শন স্বরূপ এক এক চিহ্ন করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

পৃষ্ঠের অবয়ব।

মিতাচারিতা।

এরূপ ভোজন করিবে না, যে ভোজনাবসানে অলস হইয়া পড়িতে হয়, এপ্রকার পান করিবে না, যে পানান্তে উন্মত্ত প্রায় হইতে হয়।

	র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
মিতাচারিতা							
মিতভাষিতা	*	*		*		*	
শৃঙ্খলা	*	*			*	*	*
প্রতিজ্ঞতা		*				*	*
মিতব্যয়িতা		*				*	
পরিশ্রমিতা					*		
অকাপট্য			*				
ন্যায়পরতা							
সংযম							
পারিপাট্য							
প্রশান্তচিত্ততা							
অব্যভিচারিতা							
বিনয়							

ফ্রাঙ্কলিন মনে করিলেন যদ্যপি প্রথম সপ্তাহে প্রথম গুণের ঘর দাগশূন্য রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সে গুণকে এতাদৃশ বদ্ধমূল ও তদ্বিপরীতকে এরূপ নিস্তেজ জ্ঞান করিবেন যে পর সপ্তাহে সাহস পূর্ব্বক দ্বিতীয়টীকে অভ্যাস করিয়া উভয় ঘরই অঙ্কবিহীন রাখিতে পারিবেন। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত করিলে ত্রয়োদশ সপ্তাহে এক বার সকল গুলির আলোচনা করা হইবে এবং এক বৎসরে এই রূপ চারিবার হইবে। তিনি বলিয়াছেন যাদৃশ বাগানের বন পরিষ্কার করিতে হইলে কেহ এক বারে সমস্ত তৃণ উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে না, কেন না তাদৃশ করিতে সমর্থ হওয়া কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে, বরং প্রথমে এক স্থানের বন তুলিয়া ফেলে পরে অন্য স্থানের তুলিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিও সেই রূপ আশা করিয়াছিলাম যে ক্রমে ক্রমে এক এক ঘরের কলঙ্ক পরিষ্কার করিয়া, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছি দেখিয়া উৎসাহবর্দ্ধক আহ্লাদ লাভ করিব এবং কয়েক বার সমুদায়গুলির আলোচনা হইলে পরিশেষে ত্রয়োদশ সপ্তাহের প্রাত্যহিক পরীক্ষার পর পরিষ্কৃত পুস্তক দেখিয়া সুখানুভব করিব।

ফ্রাঙ্কলিন যেরূপ সময়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন

তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। তিনি পাঁচটার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া আটটা পর্য্যন্ত, তিন ঘণ্টাকাল ব্যায়াম, অধ্যয়ন, শরীর-পরিষ্কার এবং প্রাতঃকালিক ভোজনে অতিবাহিত করিতেন। আটটা হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত চারি ঘণ্টাকাল কর্ম্ম করিতেন। দুই প্রহর হইতে দুই প্রহর দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা কাল মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং উপস্থিত মত কার্য্যে অতিপাত করিতেন। দুই প্রহর দুই ঘণ্টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিতেন। পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত যে সময় তাহা অধ্যয়ন, কথোপকথন, পরিবারের সহিত আলাপ এবং রাত্রিকার ভোজনে ক্ষেপণ করিতেন। দশটা হইতে চারিটা কি পাঁচটা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান তাঁহার এক প্রধান অভ্যাস ছিল। ফ্রাঙ্কলিনের শ্রীবৃদ্ধির অধিকাংশই এই অভ্যাস বশতঃ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সংসারের অশেষবিধ প্রলোভন-মধ্যে স্বাবলম্বিত নিয়ম প্রণালী সমগ্র প্রতিপালন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার দেখিতে পাইলেন, তথাপি অধ্যবসায় সহকারে বহুকষ্টে নিয়মানুযায়ী রহিলেন, এই হেতু যদ্দ্বারা মনের উন্নতি হয় এবং হিতকর জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এরূপ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতে

সমর্থ হইলেন। অধ্যয়ন বলে ফরাসীস, লাটিন এবং স্পানীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। ছাত্রাবস্থায় লাটিন ভাষায় অত্যল্পমাত্র শিক্ষা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাতেও সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

ফ্রাঙ্কলিনের গার্হস্থ্য ব্যাপারে অতিশয় মিতব্যয়িতা ছিল। বিবাহের পরও কয়েক বৎসর রুটী ও দুগ্ধমাত্র প্রাতঃকালিক আহার ছিল তাহাও সামান্য পাত্রে কাঁসার চামিচায় করিয়া খাইতেন। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তাঁহার ন্যায় পরিশ্রম পরায়ণা ছিলেন, তিনি স্বামির কার্য্যের অনেক আনুকূল্য করিতেন, ফ্রাঙ্কলিন যে কাগজ ছাপিতেন তিনি সে গুলি ভাঁজ করিতেন; দোকানের কাজ সকলই চালাইতেন এবং অন্যান্য অনেক সামান্য সামান্য কর্ম্মও করিতেন। এরূপ মিতব্যয়িতা ও পরিশ্রম দ্বারা তাঁহাদিগের ক্রমে ক্রমে অর্থসঞ্চয় হইতে লাগিল, পূর্ব্বে যে সকল সুখ প্রাপ্তিবহির্ভূত ছিল, এক্ষণে তাঁহারা তেমন সুখেরও অধিকারী হইলেন। কিন্তু কিছুতেই সৌভাগ্যগর্ব্বিত না হইয়া প্রথমকার অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী সামান্য ভাবেই চলিতে লাগিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন ছাপাকর ছিলেন, এক্ষণে গ্রন্থকার

হইয়া আপন গ্রন্থ আপনিই ছাপিতে লাগিলেন। তিনি কোন বৃহদাকার গ্রন্থ জনসমাজকে প্রদান করেন নাই, তাঁহার লেখা উচ্চ অঙ্গের নহে, বিবিধ বিষয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রচনাকারে প্রকটিত। ফ্রাঙ্কলিন যে সমাচার পত্রিকা প্রকাশ করিতেন, তদ্ভিন্নও ১৭৩২ খৃঃ শক হইতে এক পঞ্জিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর চালাইয়াছিলেন। পঞ্জিকা খানি "বিচার্ড সাণ্ডর্স" এই কল্পিত নামে প্রকাশিত হইত বলিয়া "পুয়ার রিচার্ডের পঞ্জিকা" নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। পঞ্জিকার বিশিষ্ট খ্যাতি লাভের কারণ এই যে, তাহাতে পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতাপ্রতিপাদক বহুবিধ সার সার উপদেশ সন্নিবেশিত থাকিত, এবং তৎপরিশিষ্টে এই সমস্ত উপদেশ সংশ্লিষ্ট কথোপকথনাকারে সংকলিত হইয়া "অর্থের পথ" এই আখ্যায়ে প্রকাশিত হইত। এই রচনা পরম আদর লাভ করিয়াছে এবং রচয়িতার বিবিধবিষয়িণী উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে পরিগণিত।

এতাদৃশ গুণসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্যক্তির দীর্ঘকাল অনতিবিখ্যাত থাকা সম্ভাবিত নহে। ফ্রাঙ্কলিন ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে পেন্সিল্‌বেনিয়ার সাধারণ সভার লেখক নিযুক্ত হইলেন। প্রথম বৎসর কোন পক্ষ

হইতে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইল না। দ্বিতীয় বারের সভ্য-মনোনীত হওন কালে ফ্রাঙ্কলিনের লেখক মনোনীত হওন বিষয়ে এক জন নূতন সভ্য সুদীর্ঘ বক্তৃতায় আপত্তি প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, তিনি এই কর্ম্মে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন, কেননা এই কর্ম্মে বেতন লাভ না থাকিলেও সভ্যদিগের অনেকের সহিত আলাপ হইবার সুযোগ ছিল এবং পূর্ব্বে যে সরকারী কাগজ পত্র অন্যান্য ছাপাকরেরা ছাপিত, পরিশেষে সে সমুদায়েরই তাঁহার ছাপাখানায় আসিবার সম্ভাবনা ছিল। ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাড্‌ফোর্ড পেন্সিল্‌বেনিয়া প্রদেশের ডাকঘরের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ ছিলেন, পর বৎসর গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ছাড়াইয়া ফ্রাঙ্কলিনকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। এই রূপে সম্মান প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি সাধারণ সম্পর্কীয় কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হইলেন।

ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরের পুলিসের অবস্থা অতি জঘন্য ছিল, ফ্রাঙ্কলিন তদ্বিষয়ে, সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইয়া সর্ব্বতোমুখ সংশোধন সাধন করিলেন। নগরের কোন স্থানে আগুন লাগিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ এবং অগ্নিমুখ হইতে দ্রব্যসামগ্রী

রক্ষা করিবার নিমিত্ত ফ্রাঙ্কলিনের প্রস্তাবে একটি সভা সংস্থাপিত হইল সভ্যের সংখ্যা প্রথমতঃ ৩০ জন হয়, সভার নিয়মানুসারে প্রতি সভ্যকে জল আনয়নের নিমিত্ত গুটিকতক চর্ম্মের থলিয়া এবং দ্রব্যসামগ্রী স্থানান্তরিত করণোপযোগী কয়েকটি বাক্সরা রাখিতে হইত, যেখানে আগুন লাগিত, সেই খানে এই সমস্ত সহিত সভ্যদিগকে উপস্থিত হইতে হইত। এই সভার উপকারিতা সন্দর্শনে অনেকে সভ্য হইবার প্রার্থনা করিলে এক সভায় অনেক লোক হইলে গোলযোগ হইবে বলিয়া সভ্যেরা আর একটি সভা করিবার পরামর্শ দিলেন। এই রূপে আরও কয়েকটি সভা সংস্থাপিত হওয়াতে এরূপ কার্য্য হইতে লাগিল যে, সভা সংস্থাপনের পর কখন এককালে দুই তিনটি গৃহের অধিক দগ্ধ হয় নাই।

তৎপরে ফ্রাঙ্কলিন সাতিশয় যত্নসহকারে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানশাস্ত্রানুশীলনার্থ একটি সভা, বালকদিগের সুচারুরূপে শিক্ষার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয়, এবং দেশ রক্ষার্থে সৈন্য সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সৈন্য সম্পর্কীয় ভার ভিন্ন প্রায় অন্যান্য সকল বিষয়ের কোন না কোন ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। গবর্ণর তাঁহাকে,

শান্তি রক্ষার ভার দিয়াছিলেন; নগরীয় বা অন্য কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে রাজপরওয়ানা ক্রমে যে যে সমাজ স্থাপিত ছিল, তাহারা তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় সভ্য মনোনীত করিয়াছিল। তাঁহাদের হইয়া মহা-সভায় মতামত দিবার নিমিত্ত নগরবাসীগণ তাঁহাকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন "নগরবাসিদিগের প্রতিনিধির পদ আমার বড় মনোনীত হইয়াছিল, কেননা মহা-সভার লেখক বলিয়া কোন বাদানুবাদে আপন মত প্রকাশ কবিতে পারিতাম না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। সভাব বাদানুবাদ প্রায়ই এরূপ অচিত্তগ্রাহক হইত যে অবসাদ পরিহারার্থে কাগজে আঁচড় পাড়িতাম বা অন্য কিছু করিতাম। অধিকন্তু আমার এরূপ বোধ ছিল যে, মহাসভার সভ্য হইলে অনেক হিতসাধনে সমর্থ হইব। এই সমস্ত পদোন্নতি দ্বারা আমার পদাকাঙ্ক্ষার পরি-তৃপ্তি হয় নাই এ কথা বলিতে পারি না, নিঃসন্দে-হই সে আকাঙ্ক্ষার পরিতোষ হইয়াছিল, যে হেতুক আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে এ সকলই আমার পক্ষে বড়। আমি অযাচক এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বলিয়া আরও আহ্লাদিত হই-য়াছিলাম। কারণ, ইহাতে আমার প্রতি লোকের

যে অনুরাগ ছিল, তাহার নিদর্শন আপনা হইতেই আপনি প্রকাশ পাইয়াছিল।"

এই সময়ে পেন্সিল্‌বেনিয়া প্রদেশে কোন সাংগ্রামিক সৈন্য ছিল না। অধিবাসীগণ কোএকর * বা বান্ধবসম্প্রদায়ী, সুতরাং সমীপবর্ত্তী কানাডা দেশাধিকারী ফরাসিস্‌দিগের হইতে যে সার্ব্বক্ষণিক বিপৎপাতের সম্ভাবনা ছিল, তন্নিরাকরণার্থে তাঁহাদিগের পূর্ব্বোপায় অবলম্বনের নাম মাত্রও ছিল না। দেশ রক্ষার্থে সৈন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গবর্ণর মহাসভাকে বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন, কোন ক্রমেই সফলযত্ন হইতে পারেন নাই। ফ্রাঙ্কলিন ভাবিলেন লোকসাধারণমধ্যে চাঁদা করিলে এ বিষয়ে অনেক আনুকূল্য হইতে পারে, অতএব তাহার পথ করিবার নিমিত্ত "স্পষ্ট সত্য" নাম দিয়া এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত করিলেন। এই পুস্তকে তাঁহাদিগের যে অবস্থা তাহাতে ভরসা নাই, প্রত্যুত বিপদ্‌ ঘটিবার সর্ব্বতোমুখী সম্ভাবনা

---

* খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী একতন্ত্র—ইহাঁরা কঠোরাচারী, মিতব্যয়ী, সামান্য পরিচ্ছদ পরিধায়ী এবং অতি সচ্চরিত্র। ইহাঁদিগের মতে যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া অন্যায়, দিব্য করা, বিবাদ করা ও আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করা নিষিদ্ধ, ইহাঁদিগের আর এক নাম বান্ধবসম্প্রদায়।

ইহা নগরবাসিদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, এবং পরস্পরের রক্ষার্থে যে সহযোগিতা আবশ্যক তাহাও দেখাইয়া দিলেন। এই পুস্তক দ্বারা আশ্চর্য্য ফল দর্শিল। নগরবাসীগণের এক সভা হইল, এই সভাতে অভিপ্রেত ঐক্যসংস্থাপনের যে প্রস্তাব পরম্পরা লিপিবদ্ধ করিয়া ফ্রাঙ্কলিন ইতিপূর্ব্বে ছাপিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে যাঁহাদিগের ইচ্ছা হয় নাম স্বাক্ষর করিবেন বলিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগের হস্তে এক এক খানি প্রদত্ত হইল। সভা ভাঙ্গিয়া গেলে দৃষ্ট হইল দ্বাদশ শত লোকের অধিকও স্বাক্ষর করিয়াছেন। নাম স্বাক্ষর করিবার কাগজ প্রদেশমধ্যে সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল। পরিশেষে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা দশ হাজার হইয়া উঠিল। স্বাক্ষরকারীরা যত শীঘ্র পারিলেন অস্ত্র সম্পন্ন হইলেন, এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়া সেনাপতি স্থির করত অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া রেশমের পতাকা ক্রয় করিয়া এক এক দলে প্রদান করিলেন। গুরুতর প্রয়োজন কালে স্বজাতীয় জনগণমধ্যে এক জন মহানুভব ব্যক্তি কি অসামান্য প্রভাবশালী হইতে পারেন।

ফ্রাঙ্কলিনেন যাদৃশ দেশানুরাগ ছিল, তাঁহার

নম্রতাগুণ তদপেক্ষা কম ছিল না। ফিলেডেল্‌ফি-য়ার পল্টনের সৈনিক পুরুষেরা তাঁহাকে সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে অধ্যক্ষ মনোনীত করিলে, আপনি সে পদ গ্রহণ না করিয়া আপনাপেক্ষা ধনবান এবং প্রভাব-শালী ব্যক্তিবিশেষকে তৎপদাভিষিক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন, তিনি তদনুসারে মনো-নীত হইলেন।

ফ্রাঙ্কলিন ১৭৪৬ খৃঃ শকে পদার্থবিদ্যাসম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া, পদার্থের ইলেক্‌ট্রিসিটি নামক চঞ্চল, অপরিজ্ঞেয় গুণের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে মনোভিনিবেশ করিলেন। বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার এরূপ উদ্বোধ হইল যে, ইলেক্ট্রিসিটি ও বিদ্যুৎ এক পদার্থাত্মক অর্থাৎ বায়ুতে যে ইলেক্ট্রি-সিটি স্বভাবতঃ আবির্ভূত হয়, তাহাই বিদ্যুৎ। ১৭৫২ সালের মেঘাচ্ছন্ন দিবসবিশেষে এক খানি ঘুড়ি উড্ডীয়মান করিয়া পদার্থ বিদ্যার এই মহতী আবিষ্ক্রিয়ার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিলেন। তিনি যে প্রকারে এই সুপ্রসিদ্ধ পরীক্ষা সম্পাদন করেন, তদ্বিবরণ অতীব চিত্তবিনোদক। তিনি কহিয়া ছেন যে ঘুড়ি উড্ডীন হইলে, যে শণসূত্র দ্বারা তাহা উঠাইয়াছিলেন, তাহার অধঃপ্রান্তে একটী চাবি বাঁধিলেন, পরে রেশম সূত্র দ্বারা চাবি প্রত্যুপ্ত

কাষ্ঠ খণ্ডে বাঁধিয়া কোন কুটীরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক কি ফলোদয় হয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইলেক্ট্রিসিটির কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না, দেখিলেন বিদ্যুৎপূর্ণ এক খানি মেঘ ঘুড়ির উপর দিয়া গেল তথাপি কিছুই হইল না, অবশেষে হতাশপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, ইলেক্ট্রিসিটির লক্ষণাক্রান্ত হইলে যাদৃশ হয়, শণসূত্রের শিথিল খেই গুলি সেইরূপ সোজা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ চাবিতে অঙ্গুলির অগ্রদেশ প্রদান করিলেন। অঙ্গুলিস্পর্শে চাবি হইতে ইলেক্ট্রিসিটির স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেন। যে আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার চিরস্থায়িনী এবং দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে সেই আবিষ্ক্রিয়ার সাধন দেখিয়া তাঁহার ইদৃশ চিন্তাবেগ হইল যে, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার এরূপ বোধ হইল যে তন্মুহূর্ত্তে মৃত্যু উপস্থিত হইলে কিঞ্চিন্মাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না। যেমন বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল, তেমনই শণসূত্র উত্তরোত্তর ইলেক্ট্রিসিটির উত্তম পরিচালক হইয়া উঠিল এবং চাবি হইতে সেই পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বিনির্গত হইতে

লাগিল। শণসূত্র সর্ব্বতোভাবে আর্দ্র হইলে পরীক্ষা সাধনে এই সাহসী পরীক্ষাকারীকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইত। তৎপরে ফ্রাঙ্কলিন লৌহ-দণ্ড সহযোগে বিদ্যুৎ-নিজালয়ে আয়ন করিলেন এবং ইলেক্ট্রিসিটিদ্বারা যত প্রকার পরীক্ষা সাধিত হইতে পারে সকলই সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু এই মাত্র করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন এমত নহে, এই চমৎ-কারিণী আবিষ্ক্রিয়া করিয়াও যত দিন তদ্দ্বারা কোন উপকারসাধনের উপায় করিতে না পারিলেন, তত দিন অপরিতৃপ্ত রহিলেন। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুদ্দাহ হইতে গৃহ রক্ষা করিবার এক প্রকরণ তাঁহার মনে উদিত হইল। এই প্রকরণ সহজ, সুলভ এবং অব্যর্থ। ইহা আর কিছুই নহে, গৃহা-পেক্ষা উন্নত একটি ধাতুময় সূচল শলাকা গৃহসংলগ্ন করিয়া মৃত্তিকায় প্রত্যুপ্ত করিলেই হয়। বিদ্যুৎ গৃহের অন্য কোন ভাগে নিপতিত না হইয়া অবধা-রিত এই শলাকায় পড়ে এবং ইহা দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে পরিচালিত হইয়া যায় সুতরাং গৃহের কোন-অপকার করিতে পারে না।

ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্ক্রিয়া ইংলণ্ডে প্রথমতঃ তত সমাদৃত হইল না, এমন কি তাঁহার বিদ্যুৎ ও ইলেক্ট্রিসিটির সাদৃশ্য-প্রতিপাদক প্রবন্ধ তথাকার

রয়াল সোসাইটী নামক বিজ্ঞানানুশীলন-সভায় পঠিত হইলে সকলে উপহাস করিয়াছেন শুনিয়া তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, সেই প্রবন্ধ ফরাসীস প্রাকৃতিক ইতিবেত্তা বঁফনের হস্তে পড়িলে সেই সুবিখ্যাত পণ্ডিত ফরাসীস ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া পারিস নগরে প্রকাশিত করিলেন, তখন ফ্রাঙ্কলিনের গ্রন্থ কিঞ্চিৎকাল মধ্যে ইউরোপখণ্ডের লোকদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিল। ফ্রাঙ্কলিনের পুস্তকের এতাদৃশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আকস্মিক খ্যাতিলাভের কারণ এই যে তৎপ্রদর্শিত মেঘ-হইতে-বিদ্যুৎ আকর্ষণের প্রকরণবিশেষ মারলি নগরে অনুষ্ঠিত হইলে নির্দ্ধারিত ফলোৎপাদন করিয়াছিল। এই হেতু সকল স্থানের শাসন পক্ষীয়েরা কৌতুহল পরবশ হইলেন। ফিলেডেলফিয়া নগরে প্রথম সাধিত হয় বলিয়া, "ফিলেডেল্ফীয় পরীক্ষা" নাম প্রাপ্ত ফ্রাঙ্কলিনের সেই পরীক্ষা পরম্পরা ফ্রান্সের রাজা ও রাজসভার সমক্ষে সম্পাদিত হইল। পরীক্ষা সন্দর্শনার্থে পারিস নগরের যাবতীয় কৌতুহলাক্রান্ত লোকেরা সমাগত হইলেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ডাক্তার রাইট নামক এক জন ইংরাজ এই সময়ে পারিস নগরে ছিলেন, তিনি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপারের বিবরণ লণ্ডন-

নগরের রয়ালসোসাইটীর জনৈক সভ্যকে লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে একথাও লিখিলেন যে ফ্রাঙ্কলিনের গ্রন্থ ইংলণ্ডে তাদৃশ সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া যাবতীয় বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বিস্মিত হইয়াছেন, অতএব রয়ালসোসাইটী পূর্ব্বে যাহাকে অমূলক কল্পনা জ্ঞান করিয়াছিলেনএক্ষণে তাঁহাদিগকে অগত্যা তাহার প্রতি অধিক চিত্তাভিনিবেশ করিতে হইল।

ফ্রাঙ্কলিন কহিয়াছেন " রয়ালসোসাইটী আমার প্রতি প্রথমতঃ যাদৃশ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, পরিশেষে সে ক্ষতিপূরণ অপেক্ষাও অধিক করিলেন। আমি তৎসম্মান প্রার্থী না হইতেই আমাকে সভার সভ্য মনোনীত করিলেন এবং সভ্যদিগকে যে ২৫০ টাকা করিয়া বর্ষে বর্ষে সভায় দান করিতে হইত আমাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে না স্থিরীকৃত হইল। সেই সময় হইতে বরাবর আমাকে সভার বিবরণ প্রভৃতি যাহা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইত তাহাই বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছেন। ১৭৫৩ সালের পারিতোষিকস্বরূপ সর জিওফ্রে কপ্‌লিপ্রদত্ত যে স্বর্ণের মেডাল ছিল, তাহা আমাকে প্রদান করিলেন, এই উপলক্ষে সভাপতি লর্ড মাক্‌লেস্‌ফিল্‌ড্‌ আমার যথেষ্ট সম্মান করিয়া এক সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন।"

অবশেষে ফ্রাঙ্কলিন নানা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত নিরবকাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি সুযোগ পাইলেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, এইরূপে উত্তাপ ও শব্দ সম্বন্ধীয় অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া করেন।

আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের শাসন সম্পর্কীয় কোন গুরুতর ব্যাপার সাধনার্থে দৌত্যভার প্রাপ্ত হইয়া ফ্রাঙ্কলিন ১৭৫৭ খৃঃ শকে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন, যদর্থে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন তাহা অল্পকালমধ্যেই অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিলেন। তিনি ১৭৬২ খৃঃ শক পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ছিলেন। ইত্যবসরে ইংলণ্ডের অনেক প্রদেশ দেখিয়াছিলেন এবং ইউরোপের অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যেখানে যখন গিয়াছিলেন সেই খানের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা ও সম্মান করিয়াছিল। ১৭৫৯ শকে পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া পুত্রসহ স্কট্‌লণ্ডে উপস্থিত হইলেন, এই সময়ে তথাকার সেন্ট আণ্ড্রুস নামক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডক্টর অব লস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে এডিন্‌বরা ও অক্স্‌ফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় এক এক উপাধি প্রদান করিলেন। ইউরোপ মহাখণ্ডের যেখানে যে বিদ্বৎ-

মণ্ডলীর সভা ছিল ফ্রাঙ্কলিন প্রায় সে সকল সভারই সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন ১৭৬২ খৃঃশকে আমেরিকায় প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্য বিশেষে তাঁহাকে ১৭৬৪ শকে আবার ইংলণ্ডে যাইতে হইল। উপনিবেশিকদিগের প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার হইতেছিল। ব্রিটিসগবর্ণমেন্টকে বুঝাইয়া সেই সমস্তের প্রতীকার সাধন করিবেন এবার এই উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। অনেক প্রয়াস করিয়াও অভীষ্টসাধনে সফলযত্ন হইতে পারিলেন না। ১৭৭৫ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডের আধিপত্য উচ্ছেদপূর্ব্বক স্বাধীনতা সংস্থাপনের আশয়ে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে এমত সময়ে প্রত্যাবর্ত্ত হইলেন। ১৭৭৮ খৃঃঅব্দে আমেরিকার কংগ্রেস নামক রাজসভার দূত হইয়া ফ্রান্সরাজের সভায় উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া দেশের অনেক হিতসাধন করিলেন। ১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন না। এই কালের পূর্ব্বে আমেরিকার উপনিবেশ জনপদদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বার্ত্তা পারিস নগরে ধার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সকল জনপদ এক্ষণে ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ নামে সুপ্রসিদ্ধ।

ফরাসীস রাজসভায় ফ্রাঙ্কলিন যেরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন, সে অতীব মনোরঞ্জক, কেন না ফ্রান্সরাজ ষোড়শ লুইর সমীপে সর্ব্বপ্রকার সমাদরে নিদর্শন পাইয়াছিলেন। এইরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়া ফ্রাঙ্কলিনের চিত্তচাপল্য ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা আত্মশ্লাঘা বশতঃ হয় নাই; আপনার অবস্থার কথা মনে করিয়াই হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কলিন যে সময়ে বালক ছিলেন তৎকালে তাঁহার পিতা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্তে মধ্যে মধ্যে এই আহ্লাদদায়ক উপদেশ কথা আবৃত্তি করিতেন "যদ্যপি কাহাকে আপন ব্যবসায়ে পরিশ্রমী দেখিতে পাও নিশ্চয় জানিবে তিনি রাজসন্নিধানে দাঁড়াইবেন কখনই সামান্য লোকের কাছে দণ্ডায়মান হইবেন না।" ফ্রাঙ্কলিন এক্ষণে সেই বচনের মর্ম্ম বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলেন। অতি সামান্য শিল্পকরের অবস্থা হইতে নিষ্কলঙ্করূপে উন্নতি লাভ করিয়া সমাজমধ্যে সুপণ্ডিত ও পরাক্রমশালী লোকদিগের সহচর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি শুদ্ধ পাঁচজন রাজার সমীপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এমন নহে একজনের সঙ্গে বসিয়া আহারও করিয়াছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর যৎপরোনাস্তি সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের অনতি-বিলম্বে কর্ম্মসম্পাদক প্রধান সভার সভাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া একালপর্য্যন্ত অব্যাহত তেজঃ-সহকারে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নূতন রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু জরা ও বার্দ্ধক্য প্রবল হইয়া উঠিল এবং ১৭৮৮ খৃঃশকে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মভার হইতে অবসৃত হইতে হইল।

ফ্রাঙ্কলিন দাসত্ব বিদ্বেষিণী সভার সভাপতি ছিলেন। ১৭৮৯ খৃঃ শকের ১২ ই ফেব্রুয়ারি দিবসে প্রজাপ্রতিনিধি সভায় দাসক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা রহিত করণের নিমিত্তে আবেদন করেন। এই সময়ের পর সাধারণ হিতকর ব্যাপারে তিনি আর ব্যাপৃত হইতে পারেন নাই, কারণ অশ্মরী রোগা-ক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে প্রায় প্রতিনিয়তই শয্যায় শয়ান থাকিতে হইয়াছিল। এই ভয়ানক রোগ নিবন্ধন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তিনি একবারও কোনরূপ আর্ত্তনাদ করেন নাই, বরং সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি যে অশেষবিধ কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য সাতিশয় ভক্তি সহকারে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

পরিশেষে এককালে চলনশক্তি, বাক্‌শক্তি প্রভৃতি রহিত হইয়া ১৭৯০ খৃঃ শকের এপ্রিলের সপ্তদশ দিবসের রজনী ১১ ঘণ্টার সময় মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক সুখময় নিত্যধামে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে তিনি আপনার যে সমাধিপত্র* রচনা করেন, তাহাই তাঁহার সমাধি মন্দিরোপরি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

সমাধি পত্র।

ছাপাকর ফ্রাঙ্কলিনের দেহ, পুরাতন পুস্তকের মলাটের ন্যায় ছিন্নপত্র, বাহ্যাড়ম্বরপরিশূন্য ও স্বর্ণ-ভূষণ বিবর্জ্জিত, কীটগণের আহারার্থ এইস্থানে পতিত রহিয়াছে, কিন্তু কোন ক্রমেই মূল গ্রন্থের লোপ হইবেনা, কেননা (তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল) গ্রন্থকর্ত্তা সংশোধন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ নূতন ও সুন্দরাকারে পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করিবেন।

ফ্রাঙ্কলিনের জীবন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিণামদর্শিতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান অঙ্গ ছিল। এই পরিণাম-দর্শিতা স্বার্থমূলক ছিল না। ভদ্রতা, পরিশ্রমিতা, মিতব্যয়িতা ও মিতাচারিতা প্রভৃতি সদ্গুণের অনু-

* সমাধি মন্দিরোপরি সমাহিতের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত থাকে।

ষ্ঠানই যে খ্যাতি, সম্মান, স্বাধীনতা ও মনের প্রসন্নতা লাভের একমাত্র অব্যর্থ পথ তাহা ফ্রাঙ্কলিন এই পরিদেবনা প্রযুক্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কোন গ্রন্থকারই ফ্রাঙ্কলিনের ন্যায় সকলের প্রীতি-কর, নীতিজ্ঞান উপদেশ করিয়া সংস্কার জন্মা-ইতে পারেন নাই। তাঁহার সমগ্র আচরণে, এবং সমুদয় লেখাতে মহতী প্রতিভার সহিত উত্তম বিষয় বুদ্ধির, এবং সাতিশয় সাংসারিক বৈদগ্ধীর সহিত যৎপরোনাস্তি অকপটব্যবহারি-তার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সমাবেশ প্রায়ই দুর্ঘট। ফ্রাঙ্কলিন সংসারের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ সুদুষ্প্রাপ্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াও বিষয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওনের প্রারম্ভে যে যে নিয়মানুসারে চলিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিস্মৃত হয়েন নাই, এবং তৎপথ পরিত্যাগ করিয়া রেখা-মাত্রও গমন করেন নাই।

ফ্রাঙ্কলিন হীনবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে রূপ উন্নতি লাভ করেন তাহা তাঁহার চিরদিন মনে ছিল। স্বভাবতঃ সকলেই সমান, কেহই ছোট বড় নহে, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল। সামান্য বংশোদ্ভব দুরবস্থ ব্যক্তিগণের সৌভাগ্য ও মর্য্যাদা

লাভের প্রতিবন্ধক স্বরূপ, জনসমাজে প্রচলিত রীতি নীতি সমুদায়েব উচ্ছেদ সাধনার্থ যত্নশীল হইয়া আপন দৃষ্টান্ত দ্বারা যাদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বে কেহই তাদৃশ হইতে পারেন নাই।

ফ্রাঙ্কলিন শুদ্ধ পদার্থ বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত সম্ভূত হইয়াছিলেন তিনি তন্মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া পরিগণিত। তিনি যুদ্ধবিদ্বেষী, শান্তিপ্রিয় ছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা-সংস্থাপন সময়ে অশোণিতস্পর্শ থাকিয়াও বিদ্যা বুদ্ধি বলে অশেষ বিধ উপকারসাধন করিয়াছিলেন। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জগদ্বিখ্যাত না হইলেও রাজনীতি কুশলতা প্রযুক্ত ওয়াসিংটন ভিন্ন স্বসমকালীন কাহারও অপেক্ষা কম খ্যাতি লাভ করিতেন না।

ফ্রাঙ্কলিনের উপচিকীর্ষা-বৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। সর্ব্ব সধারণের হিত জনক ব্যাপার সাধন হইতে, অতি সামান্য দীনহীন ব্যক্তির দারিদ্র্য-দুঃখ বিমোচন পর্য্যন্ত, সকল বিষয়েই তিনি ঔৎসুক্য ও সাতিশয় প্রযত্ন প্রদর্শন করিতেন। করুণাবিতরণ, উপদেশ প্রদান, এবং আমোদ-সম্পাদন করিয়া তিনি কখনই পরিতৃপ্ত হইতেন না।

ফ্রাঙ্কলিনের চরিত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কোন ক্রমেই সার বিষয় বুদ্ধির অনুপযোগিনী নহে। তিনি স্বভাবতঃ প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বপাতা একমাত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য; তদীয় সন্তানবর্গের হিতসাধনই জগৎ-পিতার প্রিয়কার্য্য; মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর এবং পরলোকে ইহলোকের কর্ম্মানুরূপ ফলভোগী হইবে। তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অঙ্গীকার করিতেন না, কিন্তু তৎপ্রণীত ধর্ম্ম পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

সম্পূর্ণ।

দুরূহশব্দের ব্যাখ্যা।

সাধারণ সম্পর্কীয় ব্যাপার—যাহাদ্বারা অনেক লোকের হিত বা উপকার দর্শে এতাদৃশ কার্য্য।

মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য—পুস্তকাদি ছাপার কর্ম্ম।

উদ্ভিজ্জ ভোজন প্রতিপোষক গ্রন্থ—যে পুস্তকে আমিষ ভক্ষণ নিষেধ পূর্ব্বক, কেবল ফল, মূল শস্যাদি ভোজনের বিধি থাকে।

রেখাগণিত—যে শাস্ত্রে রেখা, ভূমি, প্রভৃতির পরিমাণ এবং অন্যান্য সম্বন্ধ নিরূপিত হয়।

শিক্ষার্থী বা কার্য্য শিক্ষার্থী—কোন ব্যবসায় শিক্ষা করিবার অভিলাষে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত যে ব্যক্তি বিনা বেতনে কোন ব্যবসায়ীর নিকট কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়।

নিয়ম পত্র—নির্দ্দিষ্ট কতিপয় নিয়মানুসারে কার্য্য করিব বলিয়া যে পত্র লিখিয়া দেওয়া হয়।

অপ্রত্যাশিত পূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে প্রত্যাশা করা যায় নাই।

শাসন সমাজ—যে সভা দ্বারা কোন দেশ বা প্রদেশের শাসনকার্য্য সম্পাদিত হয়।

(এ) গ্রীমেণ্ট (ইং)—যাহাতে বিশেষ বিশেষনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবার অঙ্গীকার লিখিয়া দেওয়া হয়।

পান্থ নিবাস—পথিকদিগের থাকিবার স্থান, সরাই।

প্রদেশীয় গবর্ণর—যাঁহার প্রতি কোন প্রদেশ বা দেশভাগের সর্ব্ব প্রধান শাসন ভার অর্পিত থাকে।

টোর্ণী—যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হইয়া কার্য্য করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন, মোক্তার।

ভগ্নোদ্যম প্রবণ—যাহার উৎসাহ সহজে ভঙ্গ হইয়া যায়।

ইউরোপ খণ্ড পরিভ্রমণ—ইউরোপের নানা দেশের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতির পরিজ্ঞান লাভার্থে তৎসমুদয়ে ভ্রমণ।

সর্ব্বার্থ সাধিক—যাহাদ্বারা সকল প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

প্রশংসাভূমি—প্রশংসার পাত্র।

ফারম—কতকগুলি অক্ষর একরূপে বিন্যস্ত, ব্যবস্থাপিত এবং ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠাকারে লৌহময় ঠাটে নিবদ্ধ, যে অনায়াসে ছাপ উঠিতে পারে।

কেস—বহুঘর বিশিষ্ট ছাপাখানার অক্ষরাধার, এক এক ঘরে এক এক প্রকার অক্ষর থাকে।

ব্যসন—মৃগয়া, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, প্রভৃতি যে কোন প্রকার আমোদে চিত্তকে অত্যন্ত আসক্ত করে।

ব্যাসক্ত—বিশেষরূপে আসক্ত।

সমাজ কার্য্য সাধনাভিলাষী—যাহাদ্বারা জন সমাজের উপকার দর্শে ঈদৃশ কার্য্য সম্পাদনে ইচ্ছা বিশিষ্ট।

আত্মপরীক্ষা—আপনি কিরূপ আচরণ করিতেছি, মনোমধ্যে তাহার পর্য্যালোচনা।

স্খলন—পতন, সৎপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথগামী হওন।

সমভাবাবিষ্ট—যাহার সর্ব্বদা একই ভাব থাকে, কখন ভাবান্তর হয় না।

ব্যায়াম—স্বাস্থ্য সাধনার্থ শারীরিক পরিশ্রম।

সাধারণ সভা—রাজকার্য্য সাধনার্থ প্রজাসমূহের মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাজ।

বিজ্ঞান শাস্ত্র—যে শাস্ত্র দ্বারা বিষয় বিশেষের ধারাবাহিক আদ্যোপান্ত সম্যক জ্ঞান জন্মে।

ইলেকট্রিসিটি—যে সূক্ষ্ম পদার্থ অগ্নিশিখার ন্যায় স্রোতাকারে কাচের ঘর্ষণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইলেকট্রন (চন্দ্রকুষ) নামক পদার্থের ঘর্ষণে প্রথম দৃষ্ট হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

কতকগুলি বস্তুর মধ্য দিয়া এই পদার্থ অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, তাহাদিগকে পরিচালক বলে। ধাতুমাত্রই ইহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পরিচালক, তাহার পর, জল এবং আর্দ্র বস্ত্র, তাহার পর প্রাণি মাত্রের দেহ। কাচ, সর্ব্বপ্রকার আটা, বায়ু, রেশম, পশম, তুলা, চুল, পালক, এই সকল পরিচালক নহে অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্য দিয়া এই পদার্থের সঞ্চার হইতে পারে না। আকর্ষণ, আলোক, উত্তাপ, দেহ বিক্ষোভ, এবং প্রবলবেগ ইহার আবির্ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পদার্থবিদ্যা—যে বিদ্যাদ্বারা পদার্থ সকলের শক্তি, গুণ, কার্য্য প্রভৃতি অবগত হওয় যায়।

উপনিবেশিকগণ—যাহারা স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেশে গিয়া একত্র বাস করে। আমেরিকার মিলিত রাজ্য এইরূপ উপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়।

অশ্মরী—পাথরীরোগ।